



# অঞ্জলিয়ার্কি নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রকাশনা  
৪৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ খ্রি.



‘এবারের সংগ্রাম  
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম  
এবারের সংগ্রাম  
স্বাধীনতার সংগ্রাম’



ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যে কোনো লেখা ই-মেইলে [iebnews48@gmail.com](mailto:iebnews48@gmail.com) পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু  
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি  
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ



## সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি



- **চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন :** জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক :** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ :** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- **প্রযুক্তি বিতর্ক :** তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপন্নন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি :** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব :** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন :** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ :** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব :** নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার :** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম :** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম :** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।



আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

# সম্পাদকীয়

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি জাতি অর্জন করে মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি বিন্দু শ্রদ্ধায় ভাষা আন্দোলনে নিহত ভাষা শহীদ ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত ত্রিশলক্ষ শহীদ, ২ লক্ষ সন্ত্রাস হারানো মা-বোনদের। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ডাক দেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানি বর্বর শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালির ওপর নির্মম নৃশংস হামলা চালায়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাঙ্গিক প্রতিরোধ সংগ্রাম ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ বেতার ও দেশ বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে মুহূর্তে সেই আহ্বান প্রচারিত হয়। সেই থেকে ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস।

ভয়াবহ গণহত্যার শিকার বাঙালি জাতি রুখে দাঁড়ায় পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের আহ্বানে বাঙালিদের সর্বাঙ্গিক ও সার্বজনীন অংশগ্রহণ ইতিহাসের অনন্য অধ্যায় হয়ে থাকবে চিরকাল। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বঙ্গবন্ধু ছিলেন হায়েনার খাঁচায় বন্দী। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিশ্ব কাঁপানো বিজয়ের পর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর শুভ জন্মদিন। স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

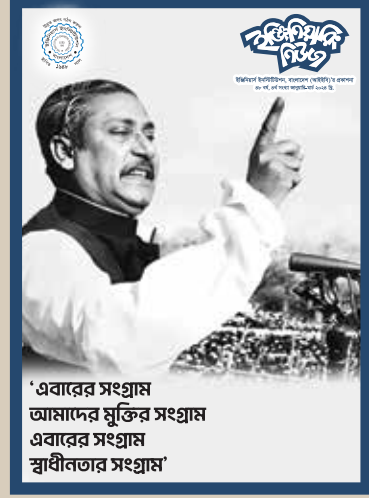
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানের বঙ্গবন্ধু বিষয়ক লেখার জন্য তাকে বিনয়ী শুভেচ্ছা জানাই। প্রযুক্তি বিষয়ক কিছু লেখা যথারীতি এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। আশা করি লেখাগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক,  
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন।

পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।  
আইইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]



## সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি  
প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার

সম্পাদক  
প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু

সম্পাদকমণ্ডলী  
প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী  
প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসান  
প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন  
প্রকৌশলী কামরুজ্জামান (রিংকু)  
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন  
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মহশিউল ইসলাম (আদনান)

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)  
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)  
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

গ্রাফিক্স  
মো. আরাফাত মিয়া

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ  
ইমেইল : iebnews48@gmail.com  
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়  
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ  
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর  
রমনা, ঢাকা-১০০০  
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৬৭৮৬০  
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭  
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com  
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

## এই সংখ্যা য়



বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাবনা



বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ : নিরবিচ্ছিন্ন এক ইতিহাস



**Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks:  
an alternative to clay bricks (1)**



**Industrial Development in Bangladesh:  
A Path Towards Sustainable Growth**



বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় টেকসই উন্নয়নের ওপর  
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব





## বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাবনা

ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর এমপি

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল সোমবার মহান জাতীয় সংসদের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন “আজ আমরা যে সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।” এখানে মানুষের অধিকার বলতে বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা-দারিদ্য-শোষণমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার কথা বুঝিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞানচর্চার যে কোনো বিকল্প নেই তা শুরু থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞানী, গবেষক ও উদ্ভাবকদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সভায় তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং উদ্ভাবনী

চিন্তা-ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করতেন। রাষ্ট্রীয় কাজের শত ব্যস্ততার মাঝেও বঙ্গবন্ধু নিয়মিত দেশের শিক্ষাবিদ ও প্রকৌশলীদের সাথে বসতেন, তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানাভাবে তাদেরকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। দেশের সবচেয়ে পুরনো পেশাজীবী সংগঠন ও প্রকৌশল পেশাজীবীদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)র আজীবন সম্মানী সদস্য ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাও আইইবির আজীবন সম্মানী সদস্য। এটা দেশের প্রকৌশলীদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের ও অনুপ্রেরণার একটা ব্যাপার। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষা

জীবনের শুরু থেকেই দেশের শিশু-কিশোররা প্রায়োগিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠতে পারে। এজন্যই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি যুগোপযোগী শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায় ওই কমিশনের রিপোর্টে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সমন্বিত যুগোপযোগী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)' প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশের ভিত্তি।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খুনী জিয়া-মোশতাক-খালেদা চক্রের আমলে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্নীতি, মারাত্মক বিদ্যুৎ ঘাটতিতে বাংলাদেশ প্রায় ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছিল। এমন পরিস্থিতিতে 'দিনবদলের সনদ' ইশতেহার প্রণয়ন করে ২০০৯ সালে দ্বিতীয় বারের মতো সরকার গঠন করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ইতোপূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে ছিল দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠা করা ও সমৃদ্ধির পথে নতুন করে পথ চলার অঙ্গীকার। স্বৈরশাসন ও দুর্নীতির বিপরীতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব সভায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সময়কাল এদেশের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৯৬ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের শক্তি ক্ষমতায় আসার পর তিনি তথ্যপ্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেন।

শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার করা হয় ফলে দেশে কম্পিউটার প্রযুক্তি বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। বস্তুতঃ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের পথে সফলভাবেই হাঁটছেন। বঙ্গবন্ধু ছিন এনার্জি, ব্লু ইকোনমি ও স্পেস টেকনোলজির যে রূপরেখা দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সঠিক পথে এগিয়ে চলছি। দিন বদলের সনদের সফল বাস্তবায়ন ও রূপকল্প ২০২১ এর পথ ধরে অর্জিত হয়েছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ভিশন ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা ঘোষণা করেছেন 'স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প'। বস্তুতঃ স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশেরই ধারাবাহিক

প্রযুক্তিগত বিবর্তন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার আধুনিক রূপই হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ। এখন স্মার্ট বাংলাদেশকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলাই হবে আমাদের প্রথম কাজ। তরুণ ও নারীদেরকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের যুবক ও নারীদের দক্ষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সীমিত সম্পদের সাথে ভালু অ্যাড করে টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে দেশের অপার সম্ভাবনাময় তরুণদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলেই আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব লেভেলে পৌঁছাতে পারবো। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ যে রোল মডেল স্থাপন করেছে, বিশ্বে তা 'শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে স্বীকৃত। দেশের অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ জনশক্তিকে ট্রেনিং এর মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধি করা, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর পরিপূর্ণ সুযোগ ব্যবহার করতে বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন গবেষণা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে অর্থনৈতিক দর্শন, বিশ্বের অর্থনীতিবিদরা সেটাকে বলছেন 'হাসিনোমিক্স'।

বর্তমানে বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে পদার্পণ করেছে যেখানে প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও মানুষ- এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট এবং উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে রিয়েল এবং ভার্চুয়াল জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনমানকে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলা। মানুষ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, আইওটি, ব্লি-ডি, ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি এবং আরও অনেক প্রযুক্তির ব্যবহার করছে নানা ক্ষেত্রে। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের সুবিধার্থে ইতোমধ্যে কয়েকটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি সেক্টরকে ও প্রতিটি মানুষকে স্মার্ট হিসেবে গড়ে তোলা। শুধু উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলেই স্মার্ট হওয়া যায় না। স্মার্ট হতে হলে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন দরকার তা হলো 'সর্বস্তরে টেকসই প্রযুক্তি বিনির্মাণ'। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে

চলবেনা, বিদেশী প্রযুক্তি এনে সেগুলোর এন্ড ইউজার হওয়া যাবে না। তাতে সাময়িক স্মার্টনেস প্রদর্শিত হলেও প্রকৃত স্মার্টনেস অর্জিত হবে না। আমরা কেবল অপরের টেকনোলজির ব্যবহারেই সীমিত থাকবো না, আমাদের দেশের মানুষের যে অপার সৃজনশীলতা আছে তাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশীয় ইকোসিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকনোলজি উদ্ভাবনের উপর জোর দিতে হবে। ভিশন ২০৪১ এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে টেকসই উন্নয়নের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। আর তা বাস্তবায়নে এখনই আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত “স্মার্ট হব নিজস্ব প্রযুক্তিতে, আর নয় ভিনদেশী প্রযুক্তি”।

বিদ্যুৎ-জ্বালানী, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বস্তরে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশে। দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কিভাবে আরো দক্ষ প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক তৈরী করা যায় সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। GIS Mapping, SCADA System সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি কিভাবে দেশীয় প্রকৌশলীদের দ্বারা ডেভেলপ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যিক। নিজেদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম, রেলক্রসিং সিস্টেম, অটোমেটেড ভেহিকল এর মতো নানা প্রযুক্তিগত সংযোজন যাতে দেশেই সম্পন্ন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও, স্মার্ট হতে হলে নিজেদের তথ্যের সিকিউরিটি নিজেদেরই নিশ্চিত করতে হবে। তাই সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল ফরেনসিক এর মত জায়গায় দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে সর্বস্তরে 4IR এর প্রয়োগের জন্য আমাদেরকে তৈরী হতে হবে। ন্যানো টেকনোলজি, চিপ ডিজাইন ও ফ্যাব্রিকেশন টেকনোলজি, রোবোটিক্স, জিনোম সিকোয়েন্স, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নিজস্ব দক্ষ জনবল তৈরী করতে পারলে, নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারলে পরমুখাপেক্ষী না হয়েই আমরা দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় বাংলাদেশ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে পদ্মা সেতু সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে নির্মাণ করে। সারা বিশ্ব ভেবেছিল বিশ্বের দ্বিতীয় খরস্রোতা পদ্মা নদীতে সেতু তৈরির সক্ষমতা আমাদের নেই। এইখানে আমি আমার অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করতে চাই। ২০১২ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)র ৫৬তম কনভেনশনে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমি তখন আইইবির জেনারেল

সেক্রেটারি ছিলাম। কনভেনশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন, আমি পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে চাই। পদ্মা সেতু নির্মাণের কারিগরি সক্ষমতা আমাদের আছে কি না। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রয়াত জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার, বসুনিয়া স্যারের নেতৃত্বে আমরা বলেছিলাম, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলে আমরা অবশ্যই পারবো। আমাদের সেই সক্ষমতা রয়েছে।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহীর্কহের মতো ছায়া ও সার্বক্ষণিক উৎসাহের কারনেই দ্রুততম সময়ে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। পদ্মা সেতুর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারের এই সেতুর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ডিলেসস আজ উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনে পঠিত হচ্ছে। মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর, শাহজালাল এয়ারপোর্টের থার্ড টার্মিনাল ইত্যাদি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলে বাঙালি যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবে। আমরা স্বপ্ন দেখি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তার সুযোগ্য আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর নেতৃত্বে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে শুধু ইকোনমিক ও পলিটিক্যাল ডিপ্লোমেসি নয়, সায়েন্স ডিপ্লোমেসি ও টেকনোলজিক্যাল ডিপ্লোমেসিতেও আগামী দিনে বাংলাদেশ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এবং এর মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।



ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি  
প্রকৌশল বিষয়ক যেকোন লেখা ই-মেইলে

[iebnews48@gmail.com](mailto:iebnews48@gmail.com)

পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু  
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি  
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ





# বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

## বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ : নিরবিচ্ছিন্ন এক ইতিহাস ড. আতিউর রহমান

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ মূলত একই। যেন মাটি আর বৃক্ষের মতো। কেউ কাউকে ছেড়ে আলাদা নয়। দুজনের এ শেকড় সম্পর্কের চিত্র তৈরি হয়েছে দীর্ঘ ইতিহাসের রঙ-তুলিতে। এটি অনুধাবন করতে হলে অবশ্যই ধৈর্য ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী’ এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত ‘কারাগারের রোজনামাচা’ পড়তে হবে। ১৯৬৬ সালে স্বাধীন বাংলার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করেন। এরপর থেকেই তাঁর দল আওয়ামী লীগ ও তাঁর ওপর যে নির্যাতনের খড়গ নামে তা ছিল আসলেই নির্মম। এ সকল কিছুই তাঁর ডায়েরিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা আমার মনকে ছুঁয়ে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে তাঁর যে ভালোবাসা ও ধৈর্য পরিলক্ষিত হয় তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ৭ জুন, ১৯৬৬ এবং পরবর্তীকালের দিনগুলোতে পার্টির সংগ্রামী কর্মীদের জন্য তাঁর যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় সত্যিকার অর্থে অনন্য।

আমরা সকলেই জানি, বঙ্গবন্ধুর স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সেদিন হরতালের ডাক দেয়া হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দির

মুক্তির জন্যও সেদিন ঐ হরতালের ডাক পেড়েছিল। এটি ছিল সকল কিছু বন্ধ করার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পন্থা। শান্তিপূর্ণ সাধারণ হরতালের ডাক দিয়েছিল তারা, যাদের বিরুদ্ধে গুলি ব্যবহার করেছিল সেদিনকার যে শৈরচাচারী সরকার একং হত্যা করেছিল ডজনখানেক পার্টি কর্মী এবং সাধারণ জনগণ। জেলে তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্নের মধ্যে থাকতেন যখন দেখতেন তাঁর শত শত নেতা, কর্মী এবং ছাত্রদের সাজা দেয়ার উদ্দেশ্যে জেলে পাঠানো হচ্ছে। তিনি তখন কিছু খেতে পারতেন না। শুতেও পারতেন না। জেলে নতুন প্রবেশকারী অর্থাৎ প্রথমবার জেলে আসা কর্মীদের জন্য তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে বারবার ন্যায় বিচার করার জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি জেল বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জেল পরিচালনাকারীদের সকলকে মোটামুটি চিনতেন। কারারক্ষী সকলই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাই তিনি কারারক্ষীদের কাছে অনুরোধ করতেন এ তরুণ কারাবন্দিরা যাতে সঠিকভাবে খাবার, ওষুধ ও কাপড় পায়। যাতে তারা তাদের কারাবাস সাফল্যের সাথে আয়ত্ব করতে পারে। আসলে সমভাবে সহকর্মী এবং সাধারণ কারাবন্দিদের জন্য তার সমবেদনা ছিল যতেষ্ট এবং তাদের সকল ধরনের সমর্থন তিনি দিতেন। কারাবন্দিরা বন্দিকালে সকলেই অনুভব করতেন যে, বঙ্গবন্ধুই একজন যিনি তাদের

মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতেন। কারাবন্দিদের মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করে যেতেন। তিনি করারক্ষিদের সর্বদা জেল কোড মানার জন্য অনুরোধ করতেন। এবং কারাবন্দিরা যা পাওয়ার যোগ্য তা দিতে বলতেন। কারাকর্মীরা তাঁর কাছে সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী থাকত এবং উচ্চমহলকে দোষারোপ করত। তিনি ছিলেন একজন নিঃসঙ্গ কারাবন্দি এবং সর্বদা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাতেন। তারপরও সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কে তিনি আশাবাদী ছিলেন বলে সকল মানসিক যন্ত্রণাকে সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে পারতেন। তিনি বাগান করার পাশাপাশি পড়াশোনা এবং মাঝে মাঝে রান্না করা শুরু করেছিলেন। এমনকি কারাগারের কাছে থাকা হলদে রঙের দুটো পাখি এবং ঘরের পাশে থাকা কবুতরের বাচ্চাগুলোও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। ডায়রির সকল পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও আশাবাদের কথা লেখা আছে। একজনের সাথেই তাঁর এই অভিজ্ঞতার তুলনা করা যায় তিনি হলেন নেলসন মেন্ডেলা। তিনিও একই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিন কাটিয়ে ছিলেন।

আইয়ুক খানের রাজনৈতিক নির্মমতার কথা শুনে তিনি অনুধাবন করেছিলেন তার দিন শেষ এবং উপলব্ধি করেছিলেন একটি বিকাশমান স্বাধীন এবং ন্যায্য বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন সরকারের দ্বারা দুর্ব্যবহার এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বঙ্গবন্ধুকে আরো আত্মবিশ্বাসী করছিল একটি স্বাধীন বাংলাদেশের। এমনকি সে কঠিন দিনগুলোতে তিনি গণতান্ত্রিক উত্তরণের পক্ষে ছিলেন এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণ নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন সত্য হলো যখন তিনি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে জনগণের জাগরণ অনুধাবণ করলেন এবং মানুষ তাঁকে মুক্ত করে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেন। সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি নির্বাচনী ম্যাডেটের জন্য জনগণকে সংগঠিত করেছিলেন যাতে এর ওপর ভিত্তি করে একটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন। তাঁর নির্বাচনী সফলতা পাকিস্তানের বৈধ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অভিজাতরা এটা সহজে হজম করতে পারেনি এবং জনগণের রায় অকার্যকর করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। রাষ্ট্রপতি দ্বারা ডাকা সংবিধান সভা আচমকা পহেলা মার্চ, ১৯৭১ মূলতবি ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণ রাস্তায় রুটভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু তাত্ক্ষণিকভাবে একটি শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেন যা পঁচিশ দিনব্যাপী চলে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন। তিনি এমনকি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে

চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ও তার সঙ্গীদের মনে অন্যকিছু ছিল। তারা মধ্যস্থতার ভান করে ও বাঙালি নিধনের জন্য পাকিস্তানি সেনাদের বাংলাদেশে আসার সময় করে দেয়। ২৫ মার্চ বিকেলে হঠাৎ করে ইয়াহিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করে এবং বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য আদেশ দিয়ে যায়। ঐ সন্ধ্যায় পাকিস্তানি হানাদাররা স্বাধীনচেতা বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৬ মার্চ, ১৯৭১, প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে এবং এভাবেই তাঁর ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী এ মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় এবং ১ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতিবেশী ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে স্থান পায়। হাজার হাজার বাঙালি নারী ধর্ষণের ও হত্যার শিকার হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে এবং সাহস জোগাড় করে বঙ্গবন্ধুর শক্তিশালী এবং আপসহীন নেতৃত্ব হতে। সবশেষে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুক্ত হয় এবং এ মানবিক ট্র্যাজিডির সমাধান হয়। সবশেষে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দক্ষ নেতৃত্ব এবং বিশ্ব বিবেকের চাপে বঙ্গবন্ধু অবশেষে পাকিস্তানি কারাগার হতে মুক্ত হন। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসেবে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি ফিরে এসে এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে যুদ্ধ বিদ্যস্ত বাংলাদেশ পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। তাঁর হাতে তখন কোনো কিছুই ছিল না। এক ডলারও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ছিল না। তিনি তার শাসনামলে বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সফল ছিলেন এবং পৃথিবীর শান্তিময় জনগণ এবং সরকারের কাছে সহায়তা পেয়েছিলেন। ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন চিরদিন বাঙালির মনে থাকবে। এরপর তিনি তার সকল শক্তি নিয়ে নতুন অবকাঠামো, নতুন আইন প্রণয়ন, নতুন সংবিধান লেখা, একটি নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেনাবাহিনী পুনর্নির্মাণ এবং আমলাতন্ত্র এবং আরো অনেক কিছু পুনর্নির্মাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যখন তিনি গভীরভাবে বাংলাদেশ গঠনে মশগুল তখন পাকিস্তানি অপশক্তি এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। চক্রান্তকারীদের দ্বারা তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হন এবং ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তিনি এবং তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা লাইনচ্যুত হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত হয়ে শাসনভার গ্রহণ করে। ফের শুরু হয় উন্ময়ন অভিযাত্র। কিন্তু আমরা এমন এক দুর্ভাগা জাতি যে, আমাদের মানুষেরাই আমাদের স্বপ্ন পূরণের রূপকারকে হত্যা করেছিল। আর সেখান থেকে আমাদের অধঃপতন শুরু হয়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, ‘ভাগ্যবান জাতি তারা যারা তাঁদের ইতিহাসের মাধ্যমে

দেশকে আবিষ্কার করে।' পরিহাসের বিষয় হলো, আমাদের জাতীয় জীবনে একটি কালো অধ্যায়ের শুরু হয় যখন আমরা আমাদের ইতিহাসকে এবং আমাদের জাতীয় নেতাদের অশ্রদ্ধা করতে শুরু করি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিতর্কিত করে আমরা নয়া প্রজন্মকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের গৌরবান্বিত আংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছি। সফল দেশের একটি নির্দেশক হলো— এটি কখনো তার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে বিতর্কিত করে না। বস্তুত রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে স্বদেশের ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে ঝোঁয়াচ্ছন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা ঠিক না। আজকের শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে আগামীদিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কোনপথে হাঁটবে সেই রেখাচিত্রটি। যদি একটি শ্রেণিকক্ষ মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়, শিক্ষকরা সত্যি ইতিহাস শেখায় তাহলে তরুণ সমাজ অবশ্যই স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মানসম্মত শিক্ষার অভাবে একটি জাতি কত বিপন্ন হতে পারে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কি নির্মম পরিহাস! সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য আমরা আমাদের অনুভূতিপ্রবণ সন্তানদের বিভ্রান্ত করছি। একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অনেক জাতীয় বীরদের আত্মত্যাগ অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা। আমরা অত্যন্ত সাবধানে শিশুদের কাছে গোপন করেছি তাদের বীরত্বগাথা। মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। মানুষের মনে বাংলাদেশ ও তিনি ছিলেন অভিন্ন এক সত্তা। বিনিময়ে মানুষ আবিষ্কার করেছিল তার প্রতিকল্প একটি দেশের। অনেকদিন পর্যন্ত মানুষের চিন্তা অনুপ্রেরণা তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘুরত। এখন পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে তিনি উজ্জীবিত। সুবিধাভোগী স্বার্থস্বেষী মহলের কাছে তিনি বিস্মৃত হতে পারেন, কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন, থাকবেন বঞ্চিত মানুষদের মাঝে। সময়ের সাথে সাথে তাঁর প্রতিচ্ছবি গগণচুম্বী হচ্ছে।

তিনি সকল বীরের উর্ধ্ব। আর এ কারণে তিনি একটি স্বাধীন দেশ আশাবাদের বীজ বপণ করে গেছেন। এই বীজ আমাদের স্বপ্নপূরণ সহায়তা করেছে। মানুষ এখন তাঁর মধ্যেই দেশকে অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়— তাঁর সাথে যোগাযোগ মানেই সকলের সাথে যোগাযোগ। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন তিনি ঐক্যের প্রতীক। তিনি অকাতরে তাঁর দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই তিনি আমাদের স্বপ্নের বাতিঘর। তিনি বাঙালির একটি আলাদা সত্তা দিয়ে গেছেন। তিনি বরাবরই সাহসী ছিলেন। এ সাহস তিনি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্ন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের মাঝে বপণ করেছিলেন, যার ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। সকল সীমাবদ্ধতা দূর করে, শেখ মুজিবুরের নামে ইতিহাসের দরজা খুলে যায়।

আগেই বলেছি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অশুভ অধ্যায় এসেছিল যখন আমরা আমাদের অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এমন সংকট মোকাবিলার জন্য আমাদের গভীরভাবে দূরদর্শী হতে হয়েছিল। এমন সংকট যেন আর কখনই না আসে আমাদের জাতীয় জীবনে। সেজন্য জনগণ ও নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে অটল। হিমালয়ের মতো সাহসী হতে হবে যা ছিল বঙ্গবন্ধুর মধ্যে। যখন তাঁর সাহস ও জনগণের সাথে তাঁর সম্পর্কের দিক লক্ষ্য করি। তখন আমরা খুঁজে পাই অদম্য অনুপ্রেরণা, বিশ্বস্ততা, সং সাহস। আমরা অনুধাবন করি তাঁর নান্দনিক রাজনৈতিক জীবন, মানবিক গুণাবলি এবং সংবেদনশীলতা। আমরা তাঁর জীবন হতে বুদ্ধিমত্তা এবং সাহস সঞ্চয় করতে পারি যা বস্তুতপক্ষে তাঁর জীবন হতে বড়। তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসন আমল হতে আমরা অনেক গাইডলাইন এবং উদাহরণ পাই যা আমাদের নিজের দেশকে সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত ও শান্তিপ্রিয় হতে সাহায্য করতে পারে। ইতোমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হতে পেরেছি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে স্বপ্ন দেখছি। আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক রূপান্তর এককথায় বিস্ময়কর। জিডিপি সাত শতাংশ বা তারও বেশি। জন্মহার কমে এসেছে। কিছু মানুষ ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে অলৌকিক কিংবা বিস্ময়কর দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছে। অনেকের কাছে বাংলাদেশ উন্নয়নের অভিযাত্রা অসাধারণ। আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর দারিদ্র্য এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার আদর্শে বিশ্বস্ত হই তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করতে পারবে। তারপরপরই আমরা উদযাপন করব দ্রুত বেগে এগিয়ে চলা বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী। শত প্রতিকূলতা পায়ে দলে এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

এবারে বলব এই মহানায়কের সেই বড় দুর্বলতার কথা। যে কথার ভেতরেই লুকিয়ে আছে এদেশের মানুষের প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসার কথা। বিদেশি এক সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার সবচেয়ে বড় গুণ কী?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এই দেশের মানুষকে আমি খুব ভালোবাসি।' সাংবাদিক ফের প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার বড় দোষ কী?' উত্তরে বলেছিলেন, 'এই দেশের মানুষকে বড্ড ভালোবাসি।' কি করে ভুলে যাব তাঁর এই নিখাদ ভালোবাসার কথা।

তাই সবশেষে উচ্চারণ করি কবি সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়' কবিতার দুটি লাইন—  
'এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ, আমি কি তেমন সন্তান?/ যখন আমার জনকের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান/ তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি/চোখে নীলাকাশ, বুকো বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।'





## Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks: an alternative to clay bricks (1)

Engr. A.H.Md. Matiur Rahman, P Eng.

**Abstract:** Used since late 1920's, Autoclaved Aerated Concrete (AAC) blocks have been found to be a good alternative to clay bricks due to its high acoustic properties, fire resistance, lightweight, thermal resistance, green characteristics. Due to its lightweight characteristics with low density ranging between 450 - 800 kg/m<sup>3</sup> and moderate compressive strength, it is ideal for both internal partition and external non-structural walls in high rise buildings. It is possible to reduce substantial amount of steel for a high rise building by using AAC blocks. Breathable plaster or coating is required on at least one side of the wall as finishing for dissipating moisture

from within. Code requires that AAC masonry exposed to weather be protected with an exterior Wythe of masonry, a cladding system, or a coating to avoid intrusion of moisture. Due to the brittle nature of the block, long, thinner screws are required to install wall hangings. Special larger diameter wall plugs are available at a higher price than common wall plugs. To avoid curing it is always preferable to use Polymer modified thin-bed mortar for laying AAC blocks instead of sand-cement mortar.

**Key words:** autoclaved aerated concrete block, macropore, micropores, ecofriendly, lightweight, compressive strength,

insulation, acoustic, volatile organic compound (VOC), R-value, fire resistance, thermal insulation, drying shrinkage, thermal conductivity, thin-bed mortar, moisture,

(1) This article covers only AAC blocks used as non-structural member in interior partition wall as well as exterior wall. Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC) is not within the purview of the article.

### 1.1 Introduction

Autoclaved Aerated Concrete (AAC), a lightweight, precast, cellular, eco-friendly building materials, was developed by Dr Johan Axel Eriksson, along with Professor Henrik Kreuger in early 20's. It is suitable for producing concrete masonry unit like concrete block and clay brick.

The raw materials used in the production of autoclaved aerated concrete are Portland cement or blended cements, quartz sand, water, lime, gypsum or anhydrite, and an agents resulting in microscopic voids. Normally, the agent is aluminium powder. The quartz sand used as a raw material may be replaced by a siliceous fine aggregate other than sand and is usually ground to a fine powder before use. Fly ash may be used as a sand replacement.

ACC concrete typically is made into blocks or slabs and is used to build mortared walls in a manner similar to that used for standard concrete block construction. The ACC products are cured under heat and pressure in an autoclave. ACC products simultaneously provide structure, insulation, and fire and mold resistance. After mixing and moulding, the concrete is autoclaved under heat and pressure to achieve its distinctive properties. AAC is sometimes also called cellular concrete. In cellular

concrete preformed foam is used to supply a mechanism by which a relatively high proportion of stable air void can be introduced into the mixture to produce a cellular or porous solid upon curing of the mixture, whereas in AAC aluminium powder (AP) is used as a gassing agent and reacts with the  $\text{Ca(OH)}_2$  formed on the hydration of Portland cement to obtain hydrogen gas and a final result to produce large pore structures of the concrete. The block hardness is being achieved by cement strength, and instant curing method by autoclaving. Gypsum acts as a long-term strength gainer. The chemical reaction of aluminium powder provides AAC its distinct porous structure, lightness and insulation properties, completely different compared to other lightweight concrete materials.

There are two types of pores in ACC blocks "macro pores" or "air pores" the diameter of which is above  $50 \mu\text{m}$  and "micro pores" or "pores in the skeleton materials" diameter of which is lower than  $2 \mu\text{m}$  [1]. The air pores introduced in ACC during manufacturing process contribute between 25 to 70% to the total pore volume which ranges from 65 to 90% depending on the density of the ACC blocks which varies in a wide range between 300 to  $800 \text{ kg/m}^3$  [1] and these variations are mainly introduced by changing the number of artificial air pores, and the pore distance of the air pores in ACC.

### 1.2 Attributes of AAC blocks

#### Fire resistance and control

ACC has one of the highest hourly fire resistance rating per 25 mm of any building material. A 100 mm AAC wall carries a 4-hour (UL) rating and a 150 mm thick AAC wall has a fire rating of 6 hours. AAC is

non-combustible – it will not burn [2] because they are made of minerals. AAC blocks are resistant to heat up to 12000 C. AAC blocks can be used as a key part of fire safety in high-rise buildings. These blocks are designed to absorb and deflect heat from fire. AAC blocks have a low thermal conductivity, which means they do not transfer heat easily. When exposed to fire, AAC blocks do not emit toxic gas and vapor. AAC blocks are ideal for areas where fire safety is a top priority, such as hospitality and health care facilities, educational institutions, residential and commercial buildings. AAC blocks can be used as fire-walls in areas where precious equipment are installed and important documents are stored.

### **Acoustic properties**

AAC's high surface mass, coupled with the mechanical vibration energy dampening within its porous structure, produces a construction material with remarkable sound insulation and absorption qualities. Since its porous internal structure is comprised of 60% to 70% air, AAC absorbs much more sound than conventional concrete and other materials, effectively reducing sound wave transmission. This make it ideal for construction project that require high level of acoustic insulation such as schools, entertainment facilities, hall rooms, assembly areas.

### **Thermal insulation and energy efficiency**

The material contains small air pockets and hydrogen is used to foam the concrete, thus giving it an excellent heat insulation property that allows temperature to be warm in winters and cool in summer. ACC has a high thermal mass which slows the transfer of thermal energy and can greatly reduce heating and cooling cost. R-value of AAC

block is higher than any other type of masonry. As a building insulator in an exterior wall, mid- range densities of AAC provide a static R-value of 1 to 1.25 for every 25 mm of AAC material provided. An 200mm thick block wall provides a minimum R-value of 8.

AAC blocks are made from natural and non-toxic raw materials and their manufacturing process generates minimum waste. AAC blocks are energy-efficient across their life cycle as their production involves less energy consumption.

### **AAC is green**

Autoclaved aerated concrete block (AAC) is an environmentally friendly building materials that is used to save energy and enhance the quality of the built environment. AAC's high R-value contributes directly to the goal of higher performing building envelope as well as to more specific building energy conservation goals such as those found in US Green Building Council's Leadership in Energy and Environment Design (LEED) green building certification.

Used in interior wall systems, AAC is capable of further enhancing thermal efficiency by absorbing excess heat from internal load emitted by people, lights and equipment. AAC contains no Volatile Organic Compound (VOC), an area of specific concern in the design and construction of interior environment. AAC can be further coated by a variety of low VOC materials.

### **1.3 Properties of AAC blocks**

#### **Compressive strength**

The autoclaved aerated concrete blocks are classified by Indian Standard into two grades according to their compressive strength as follows:



**Table 1.1 Density, compressive strength and thermal conductivity**

Sl. No.	Density in oven dry condition (kg/m <sup>3</sup> )	Compressive strength (min.) N/mm <sup>2</sup>		Thermal conductivity in air dry condition (W/m.k)
		Grade 1	Grade 2	
1	451 – 550	2.0	1.5	0.21
2	551 – 650	4.0	3.0	0.24
3	651 – 750	5.0	4.0	0.30
4	751 – 850	6.0	5.0	0.37
5	851 - 1000	7.0	6.0	0.42

ASTM classified AAC blocks in three groups depending on the compressive strength as AAC 2, AAC 4, AAC 6 as shown in Table 1.2.

**Table 1.2 Properties of Autoclaved Aerated Concrete blocks (ASTM C1693 – 09)**

AAC strength class	Compressive strength psi (MPa)	Density pcf (kg/m <sup>3</sup> )	R-value for thickness listed (mm)				Average drying shrinkage
			150	200	250	300	
AAC 2	290 (2.0)	25 (400)	7.59	10.13	12.68	15.19	≤ 0.02
		31 (500)	6.25	8.33	10.42	12.50	≤ 0.02
AAC 4	580 (4.0)	31 (500)					≤ 0.02
		37 (600)	5.22	6.96	8.70	10.43	≤ 0.02
		44(700)	5.22	6.96	8.70	10.43	≤ 0.02
		50 (800)					≤ 0.02
AAC 6	870(6.0)	37(600)					≤ 0.02
		44 (700)	5.22	6.96	8.70	10.43	≤ 0.02
		50 (800)					≤ 0.02

### Density

AAC blocks are known for their relatively low density, typically ranging from 450 kg/m<sup>3</sup> to 850 kg/m<sup>3</sup>. This low density is achieved by incorporating air bubbles into the concrete mixture during manufacturing process.

### Thermal conductivity

Thermal conductivity shall not exceed the values specified in Table 1.1

### Drying shrinkage

The drying shrinkage shall not be more than 0.05 percent for Grade1 blocks and 0.01 percent for Grade 2 blocks, [4]. ASTM C1693 requires an average drying shrinkage of ≤ 0.02.

### Moisture content

Shortly after manufacture, the moisture content of AAC units is usually in the range of 25 – 35 percent by mass of the dry material. The lower the density the greater the initial moisture content. In one to three years the materials gradually dries out to reach equilibrium at 4 - 6% moisture content.

### Water absorption

Some documents suggests an water absorption of about 10%. Due to its porous nature AAC soaks up water like a sponge and increases the load on the building if it is exposed to rain water. The blocks become 20% weaker when wet.

### 1.4 Codes and Standards

AAC products and systems carry internationally recognized third party approval from ASTM, Underwriters Laboratories (UL), International Code Council (ICC), Autoclaved Aerated Concrete Producers Association (AACPA) and the Masonry Standard Joint Committee (MSJC 530 Code). ASTM Standards contain material and installation specification for AAC. AAC also satisfies IS:2185 (Part3) – 1984.

There is no Bangladesh standard for AAC. Housing and Building research Institute (HBRI) undertook a pilot project to produce AAC blocks and published a paper “Installation of Autoclave Aerated Concrete (AAC) pilot plant as an environment-friendly alternative to fired brick”. The project output could not be achieved due to the fact that ‘several works are still needed to be completed’

### 1.6 Technical comparison with clay bricks

Particulars	1st class bricks	AAC blocks
Color	Reddish	Greyish-white
Density	1800 kg/m <sup>3</sup>	450 to 850 kg/m <sup>3</sup>
Compressive strength	Average 15 MPa (IS)	2 MPa to 6 MPa (ASTM)
Shape and size	Non-uniform and irregular	uniform and regular
Water absorption	15% - 20% of dry weight	about 5%
Breakage/wastage	5 - 10%	0 – 0.5%
Sand-cement mortar joint thickness	15 -20 mm	8 - 10 mm (3-4 mm with polymer modified thin-bed mortar)
Plaster thickness	15 – 20mm	10 - 12 mm
Efflorescence/ Saltpetre	There is possibility	No possibility
Thermal conductivity	0.5 – 1.0 w/Km	0.80 to 1.25 per 25 mm thickness (PCA)

### \* Opinion varies

#### 1.5 Standard sizes [4]

The nominal dimensions of the concrete block shall be as follows: IS: 2185( Part -3) - 1984

Length: 400, 500, 600mm

Height: 200, 250 or 360 mm

Width: 100,150,200 or 250 mm

The nominal dimensions of the units are so

designed that taking account of the thickness of mortar joints, they will produce wall lengths and heights which will conform to the principles of modular co-ordination.

The most commonly used sizes are 600 x 200 x 200 mm, 600 x 200 x150 mm and 600 x 200 x 100 mm

Apart from the sizes stated in the above Indian standard, other sizes like 600mm x

200mm x 250 mm, 600mm x 200mm x 300 mm are also manufactured.

One 600 x 200 x 240 size AAC block is equivalent to about 15 bricks.

One 600 x 200 x 200 size AAC block is equivalent to about 12.5 bricks.

One 600 x 200 x 150 size AAC block is equivalent to about 9 bricks.

One 600 x 200 x 100 size AAC block is equivalent to about 6 bricks.

### 1.7 Pros and Cons

#### Advantages [5]

- Good material for soundproofing and acoustic insulation;
- A cement-based material, ACC resists water, rot, mold, mildew, and insects;
- Highly fire-rated. With 200 mm thick ACC achieving a four-hour rating. And because it is noncombustible, it will not burn or give off toxic fumes;
- Available in a variety of forms and sizes;
- High thermal mass stores and releases energy over time. R-values for ACC are comparable to conventional frame walls but they have higher thermal mass, providing air tightness and as stated earlier noncombustible. That light weight also gives a high sound reduction for privacy, both from outside noise and from other rooms when used as interior partition walls;
- Recyclable material;
- Easy handling and installation due to light weight;
- Has significant implications with respect to reducing building weight, overall dead load, and the seismic forces imparted on a structure's lateral force resisting system;
- Easy to cut for chases and holes for electrical and plumbing lines;
- Shipping and handling are economical compared to poured concrete or concrete blocks;
- ACC incorporates such a large quantity of air that it contains less raw materials per volume than many other building materials;

- Environmentally friendly. It produces at least 30% less solid waste than traditional concrete. There is a decrease of 50% of greenhouse gas emissions;

- Accuracy. The panels and blocks made of ACC are produced to the exact sizes needed before leaving the factory. There is no need for on-site trimming. Since blocks fit so well together, there is less use of finishing materials such as mortar.

#### Disadvantages

- Compressive strength is relatively low compared to clay bricks and if the compressive strength of the joint mortar is higher than the AAC blocks, there is always a chance of cracks in the wall due to drying shrinkage.
- Due to the brittle nature of the block, long, thinner screws are required to install wall hangings. Special larger diameter wall plugs are available at a higher price than common wall plugs.
- Due to its porosity, the moisture content is about 25 – 35% which takes long time to dry out. As such both sides of the wall can not be covered with normal plaster. At least one side of the wall shall have to be covered with breathable plaster/coating to allow the moisture to dry.
- In order to be durable, AAC blocks in external walls must be covered with an applied finish, such as polymer-modified stucco, exterior Wythe of masonry, or a cladding system, to save it from rain water.
- Installation during rainy weather. AAC is known to crack after installation, which can be avoided by reducing the strength of mortar and ensuring the blocks are dry during and after installation.
- When laid with sand - cement mortar, curing is difficult as AAC blocks should not be sprayed with water to avoid moisture penetration. Only joints to be cured which is difficult and time consuming.
- Due to its brittle nature , it needs special



care during handling and installation.

- As with other concrete products, the carbon footprint of the manufacturing and transporting can be high and should be considered when compared with other building materials.

### 1.8 Installation of AAC blocks

**There are two methods by which AAC blocks can be laid:**

- Normal cement mortar the compressive strength of which shall be less than the compressive strength of AAC blocks to avoid cracks due to drying shrinkage.

- Polymer modified thin-bed mortar of thickness 3 - 4 mm which needs no curing.

Installation method with normal cement mortar is similar to cement block work. Weight of one 600 x 200 x 200 mm block with density of 600kg/m<sup>3</sup> shall be approximately 15 kg and 600 x 200 x 100 mm block shall weigh approximately 7 kg. Bed joints and perpend joints should be maximum 12 mm, true to line and plumb. AAC blocks can be cut to required sizes by carbon serrated tools. AAC can accommodate all MEP systems by routing out the units after installation. With polymer modified thin-bed mortar the first course may be set by standard sand-cement mortar for proper levelling and alignment. The remaining courses and perpend joints are set in thin bed-mortar. These joints are typically 3 - 4 mm. The thin-bed mortar is a modified polymer-Portland cement-based product with adhesive and inorganic fillers as specified in ASTM C 1660. For polymer based thin-bed mortar mason with specialized training in this type of work is required, otherwise the result may be very undesirable to the owner.

### 1.9 Surface treatment

It is recommended that a breathable coating be applied on AAC wall surfaces to facilitate moisture dissipation. It is not recommended that non-breathable coatings be applied on

both sides of an AAC wall. ASTM C1692 requires that AAC masonry exposed to weather be protected with an exterior Wythe of masonry, a cladding system, or a coating.

### 1.10 Curing

Curing of AAC blockwork depends on what type of mortar is used in the blockwork. AAC blocks are 100% hydrated during manufacturing and hardly any action of hydration takes when transported to the site and even after installation. As such there is no need to cure the blocks. If the AAC blockwork is laid using propriety water retaining polymer thin-set mortar, there is no need to cure the blockwork. If the blocks are installed by ordinary cement-sand mortar, only the joints need curing. If spray curing is done on the entire AAC blocks surface it shall be soaked with water and due to its porous nature water shall penetrate inside the AAC block, which is not desirable. ASTM C 1386 – 07 requires that AAC blocks are to be laid using thin-bed mortar.

### 1.11 Comparative cost

The comparative cost between AAC blocks and clay bricks walls has been done based on PWD Schedule of Rates (SoR) 2022. 200 mm thick AAC block external wall laid by polymer modified thin-bed mortar with 50 mm colored concrete tiles as outside cladding with breathable plaster inside has been compared with 250 mm clay brickwork laid by cement mortar with normal plaster on both sides. Cost is about 10% higher for AAC blocks. 150 mm AAC blocks laid on polymer modified thin bed mortar has been considered as a replacement for 125 mm clay bricks with cement mortar as internal partition walls. Breathable plaster has been considered on one side of AAC block wall and normal plaster has been considered on both sides of clay bricks. AAC block walls exhibits 20% higher cost. There is no rate for 100 mm AAC block internal partition wall in

the PWD SoR 2022. If 100 mm thick AAC block walls can be used as a replacement for 125 mm clay brick wall the difference of cost shall be less.

### 1.12 Concluding remarks

Recently, in an official list of 147 schools in England Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC) used in flat roofs, floors and walls constructed between 1950 and 1990 have started crumbling [8]. Many more buildings are going to be listed in near future. A recent study headed by Prof. Chris Goodier of the Loughborough University of England has attributed three major factors for the failure of RAAC:

- “RAAC soaks up water like a sponge and increases the load on the building if it is exposed to rain water;
- Stress tests showed it becomes 25% weaker when wet;
- And analysis under microscope showed that cracks can appear around steel rod running through the RAAC.”

As a tropical country, it is not recommended to use RAAC in Bangladesh because of high rainfall and humidity coupled with less life span (about 30 years) of the RAAC work.

While using AAC blocks as non-load bearing partition walls and outer walls, the following points should be kept in mind:

- As required by ASTM C 1386 – 07 all AAC block work should be installed by polymer modified thin-bed mortar to avoid curing which increases the chances of moisture intrusion into the block;
- For internal partition walls, at least one side of the wall shall be finished with breathable rendering or coating to facilitate moisture dissipation, which takes long time;
- All AAC external walls exposed to weather shall be covered by an exterior Wythe of masonry, a cladding system, or a coating. Internal surface shall be finished with breathable rendering or coating to facilitate moisture dissipation
- All fittings and fixtures used in AAC walls

shall be corrosion resistant.

### Bibliography

[1] Porosity in autoclaved aerated concrete (AAC): A review on pore structure, types of porosity, measurement methods and effects of porosity on properties  
Georg Schober Ingenieurbüro für Material- und Verfahrenstechnik, Sägmühlstraße 14, 82140 Olching, Germany

[2] TECHNOLOGY BRIEF  
RESOURCE INFORMATION FROM THE  
INTERNATIONAL MASONRY  
INSTITUTE

[3] Autoclaved Aerated Concrete  
A New Tool in the Structural Engineer’s  
Toolbox  
By Keith Itzler, PE

[4] IS:2185 (Part3) - 1984  
Indian Standard  
SPECIFICATION FOR CONCRETE  
MASONRY UNITS  
PART 3 : AUTOCLAVED CELLULAR  
(AERATED ) CONCRETE BLOCKS  
( First Revision)

[5] Book of Specifications, Public Works  
Department, 3rd Edition, 2023

[6] Designation: C1693 – 09’1 Standard  
Specification for Autoclaved Aerated  
Concrete (AAC)

[7] ASTM C1386 2007 Edition, March 1,  
2007  
Standard Specification for Precast  
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Wall  
Construction Units

[8] PWD Schedule of Rates (SoR) 2022, For  
Civil Works, Sixteenth Edition.

[8] BBC News: What is RAAC concrete and  
why is it a safety risk?



## Industrial Development in Bangladesh: A Path Towards Sustainable Growth

Prof. Dr. Engr. Md. Mamunur Rashid

Bangladesh, with its strategic location, abundant labor force, and growing consumer market, holds immense potential for industrial development. Over the years, the country has made significant strides in various sectors, contributing to its economic growth and social development. In this article, we delve into the key research areas driving industrial development in Bangladesh and their pivotal role in shaping the nation's future.

### **Market Analysis:**

Market analysis forms the cornerstone of industrial development strategies, providing

insights into consumer behavior, demand trends, and competitive dynamics. In Bangladesh, research in this area helps identify growth opportunities, tailor products/services to meet consumer needs, and inform strategic decision-making for market penetration and expansion.

### **Technology Adoption:**

The adoption of advanced technologies is crucial for enhancing productivity, efficiency, and competitiveness across industries. Studies in technology adoption assess the feasibility and benefits of integrating technologies such as automation,



artificial intelligence, and digitalization into industrial processes, paving the way for innovation and sustainable growth.

### **Supply Chain Optimization:**

Efficient supply chain management is vital for minimizing costs, reducing lead times, and improving overall operational efficiency. Research in this area focuses on analyzing supply chain processes, implementing best practices, and leveraging technologies to enhance collaboration and coordination among supply chain partners, thus ensuring smooth and responsive operations.

### **Policy Evaluation:**

Sound policies and regulations are essential for creating an enabling environment for industrial growth. Research evaluates the impact of existing policies, identifies gaps and inconsistencies, and proposes reforms to foster a conducive business climate. Evidence-based policy formulation is critical for attracting investment, promoting entrepreneurship, and stimulating economic growth.

### **Skill Development:**

A skilled workforce is the backbone of industrial development. Research assesses skill gaps, develops training programs, and promotes lifelong learning initiatives to enhance workforce productivity and competitiveness. Collaboration between educational institutions, industry stakeholders, and government agencies is essential for aligning skill development efforts with industry needs.

### **Sustainable Development:**

Sustainability lies at the heart of Bangladesh's industrial development agenda. Research in sustainable practices

and technologies aims to minimize environmental impact, promote resource efficiency, and support long-term growth. From renewable energy integration to circular economy practices, efforts are underway to ensure that industrial growth is environmentally sustainable and socially responsible.

### **Export Promotion:**

Exports play a vital role in driving economic growth and diversification. Research in export promotion analyzes market trends, assesses export readiness, and evaluates trade policies to identify opportunities and overcome challenges in international markets. By promoting market diversification, enhancing export competitiveness, and facilitating access to finance, Bangladesh aims to expand its presence in global trade.

### **Infrastructure Development:**

Robust infrastructure is essential for supporting industrial growth and connectivity. Research evaluates infrastructure needs, prioritizes investments, and integrates sustainability considerations into infrastructure planning and development. From transportation and energy infrastructure to telecommunications and industrial zones, efforts are underway to build resilient and future-ready infrastructure systems.

In conclusion, industrial development in Bangladesh is a multifaceted journey that requires concerted efforts across various research areas. By harnessing the insights and recommendations derived from research, Bangladesh can chart a course towards sustainable growth, inclusive development, and global competitiveness in the years to come.



## বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় টেকসই উন্নয়নের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রকৌশলী পঙ্কজ কুমার নাথ, পিইজি.

জলবায়ু পরিবর্তন একটি সমস্যা যা ক্রমাগত মানুষ এবং পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের বোঝা বহনকারী বিশ্বের অন্যতম সংবেদনশীল দেশ। উপকূলীয় এলাকাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে জলবায়ুর পরিমাপের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে বোঝায় (যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ু, সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং প্রাকৃতিক ঘটনা), একটি বর্ধিত সময়ের জন্য স্থায়ী হয় (দশক বা তার বেশি) যা নেতিবাচকভাবে স্থলজগত এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে (সমস্ত জীবন্ত জিনিস: উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীব, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে, এবং তাদের নিজস্ব পরিবেশের সাথেও: আবহাওয়া, পৃথিবী, সূর্য, মাটি, জলবায়ু এবং বায়ুমণ্ডল)। বৃহত্তর শক্তি দক্ষতা এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রীনহাউস গ্যাস (যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড-CO<sub>2</sub>, মিথেন-CH<sub>4</sub>, নাইট্রাস অক্সাইড- N<sub>2</sub>O, জলীয় বাষ্প, যখন অন্যরা কৃত্রিম। মানবসৃষ্ট সেগুলির মধ্যে রয়েছে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন-CFCs হাইড্রো-ফ্লুরোকার্বন- HFCs পার-ফ্লুরোকার্বন-PFCs সালফার-হেক্সাফ্লুরাইড-SF<sub>6</sub>) এবং এই বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের সমাধান করা। গ্রীনহাউস গ্যাস এবং কিছু কৃত্রিম রাসায়নিক, পৃথিবীর কিছু শক্তিকে আটকে রাখে, এইভাবে বায়ুমণ্ডলে তাপ ধরে রাখে। কঠিন বর্জ্য হ্রাস, পনুব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তাপ আটকে থাকা গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পায়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি হিসেবে বাংলাদেশ এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বর্ধিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় থেকে

আসা প্রাকৃতিক বিপদগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার প্রতিটি মারাত্মকভাবে কৃষি, পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, মানব স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়ণে প্রভাবিত করছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে আগামী কয়েক দশকে শুধুমাত্র সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০ মিলিয়নেরও বেশি জলবায়ু উদ্বাস্তু তৈরি হবে। মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকায় বাংলাদেশের পানি ঘন ঘন আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হয়। ৭৭ মিলিয়ন পর্যন্ত মানুষ পানীয় জল থেকে বিষাক্ত আর্সেনিকের সংস্পর্শে আসছে। বাংলাদেশ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ। এছাড়াও, ভূমিকম্প দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ প্রমাণ রয়েছে। প্রমাণ দেখায় যে টেকটোনিকের কারণে নদীগুলি হঠাৎ এবং নাটকীয়ভাবে গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এটি দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের বর্ষা-ঋতুতে বন্যা, বিশ্বের বৃহত্তম নদী ব-দ্বীপে, অন্তর্নিহিত ভূত্বককে ৬ সেন্টিমিটারের মতো নিচে টেলে দিতে পারে এবং সম্ভবত বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনার চরম বৈচিত্র্য, উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। পর্যবেক্ষণযোগ্য আবহাওয়ার ঘটনাগুলি প্রাথমিকভাবে: পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল: তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, জলীয় বাষ্প, ভরপ্রবাহ, বন্যা/ফ্ল্যাশ বন্যা, মেঘ বিচ্ছারণ, ভারী বৃষ্টিপাত, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ঝড়বৃষ্টি; তীব্র সংবহনশীল ঝড়-বজ্রঝড়, শিলাবৃষ্টি, টর্নেডো, বজ্রপাত, ধুলো ঝড়, বালি ঝড়; তাপ/ঠান্ডা তরঙ্গ; ল্যান্ড-স্লাইড; এবং নদী/সমুদ্র ক্ষয়। এই বিপদগুলি স্থানিক এবং অস্থায়ী স্কেলগুলি স্বল্পস্থায়ী, সীমিত মাত্রার হিংসাত্মক ঘটনা (যেমন প্রচণ্ড বজ্রঝড়) থেকে বৃহৎ

সিস্টেমের মাধ্যমে (যেমন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়) থেকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। এই ইভেন্টগুলি বৃহৎ অঞ্চলগুলিকে শক্তিশালী ঝড়ের মতো বিপর্যয়কর আবহাওয়ার ঘটনার সম্মুখীন করতে পারে। ভারী বন্যা-উৎপাদনকারী বৃষ্টি, ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস এবং উপকূলীয় বন্যা, হিমায়িত বৃষ্টি এবং কয়েক দিনের জন্য চরম গরম বা ঠান্ডা তাপমাত্রার অবস্থা আবহাওয়ার ঘটনাগুলির এই বিস্তৃত স্কেলগুলির সাথে, এই বিপদগুলির কার্যকরী আগাম সতর্কতার জন্য আবহাওয়া এবং জলবিদ্যার পূর্বাভাসের প্রয়োজনীয়তাগুলিও একটি খুব বিস্তৃত বর্ণালীতে পরিবর্তিত হয়। এগুলি তীব্র বজ্রঝড় এবং আকস্মিক বন্যার ক্ষেত্রে এক ঘন্টারও কম সময়ের খুব স্বল্প পরিসরের পূর্বাভাস হতে পারে; স্বল্প এবং মাঝারি পরিসরের পূর্বাভাসের মাধ্যমে-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টিপাত, চরম তাপমাত্রা এবং উচ্চ বাতাসের জন্য কয়েক ঘন্টা থেকে দিন। IPCC -এর ৩য় মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুসারে, দক্ষিণ এশিয়া হল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল (Mc Cathie, et. al-2001)। ভূ-সংস্থান ও অন্যান্য কারণ যেমন নিম্নে উল্লেখিত হাইড্রো-জিওলজিক্যাল এবং আর্থ-সামাজিক কারণের কারণে দুর্বলতার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান উচ্চ:

১. দক্ষিণ এশিয়ায় এর ভৌগোলিক অবস্থান
২. গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্র - মেঘনা ক্যাচমেন্টস এলাকায় ভৌত পরিবেশের বিশাল বৈচিত্র্য রয়েছে
৩. খুব কম উচ্চতা সহ এর সমতল ব-দ্বীপের ভূগোল
৪. এর চরম জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা খরা; ঘূর্ণিঝড় এবং বর্ষা মৌসুমে যখন দেশের বেশিরভাগ এলাকা নিয়মিতভাবে প্লাবিত হয়।

বাংলাদেশকে বলা হয় ছয় ঋতুর দেশ। এর ভৌত অবস্থানের কারণে এটি একটি নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু রয়েছে। যদিও বাংলাদেশের জলবায়ু প্রধানত উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমী, অর্থাৎ উষ্ণ ও আর্দ্র; বাংলা ক্যালেন্ডার বছর ঐতিহ্যগতভাবে ছয়টি ঋতুতে বিভক্ত:

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের তিনটি স্বতন্ত্র ঋতু রয়েছে: মার্চ থেকে মে পর্যন্ত প্রাক-মৌসুমি গরম ঋতু, বর্ষাকাল যা জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতল শুষ্ক শীতকাল। যাইহোক, মার্চ মাসকে বসন্ত ঋতু হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে এবং মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত সময়কে শরৎ বলা যেতে পারে। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, তবে, তিনটি ঋতু আলাদা করা যায়: গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। প্রাক-বর্ষা গরম ঋতু উচ্চ তাপমাত্রা এবং বজ্রঝড়ের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এপ্রিল হল দেশের উষ্ণতম মাস যখন গড় তাপমাত্রা পূর্ব ও দক্ষিণে 27°C থেকে দেশের পশ্চিম-মধ্য অংশে 31°C পর্যন্ত থাকে। এপ্রিলের পরে, মেঘের আবরণ বাড়লে তাপমাত্রা কমে যায়। এই ঋতুতে বাতাসের দিক পরিবর্তনশীল, বিশেষ করে এর প্রথম দিকের বৃষ্টিপাতের সময় বার্ষিক মোটের ১০ থেকে ২৫ শতাংশ হয়ে থাকে, যা বজ্রঝড়ের কারণে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমী বাতাস, খুব উচ্চ আর্দ্রতা, এবং ভারী বৃষ্টিপাত এবং দীর্ঘ

একটানা দিন বৃষ্টিপাত বর্ষাকালের বৈশিষ্ট্য, যা গ্রীষ্মের বর্ষার সাথে মিলে যায়। এই মৌসুমের বৃষ্টিপাত বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের ৭০ থেকে ৮৫ শতাংশ। এটি বঙ্গোপসাগর থেকে দেশে প্রবেশকারী ক্রান্তীয় নিম্নচাপের কারণে ঘটে। নিম্ন তাপমাত্রা, পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত শীতল বাতাস, পরিষ্কার আকাশ এবং অল্প বৃষ্টিপাত শীতল শুষ্ক মৌসুমের বৈশিষ্ট্য। জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা দেশের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অংশে 17°C থেকে উপকূলীয় 20°C -21°C পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। ডিসেম্বরের শেষের এবং জানুয়ারির শুরুতে চরম উত্তর-পশ্চিমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 3°C থেকে 4°C পৌঁছে যায়। বাংলাদেশের ঋতু তার অর্থনীতি, যোগাযোগ, ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি এবং প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিপর্যয়গুলি মানুষের প্রাণহানি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি, জীবন-জীবিকার ব্যাঘাত এবং পরিবেশের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলতে থাকে যা স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এবং পানীয় জলের প্রাপ্যতাকেও প্রভাবিত করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং নদী তীর ক্ষয়, খরা এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মতো চরম জলবায়ু ঘটনাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিরূপ আর্থ-সামাজিক পরিণতি ঘটায় এবং তাই বাংলাদেশের জাতীয় টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত উপলব্ধ গবেষণা পর্যালোচনা করে, সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৫৪ সাল থেকে, ৭ টি ঘটনা গুরুতর ছিল যেখানে ৩০% এর বেশি ভূমি এলাকা প্লাবিত হয়েছিল।

অন্যদিকে, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ১৫ টি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের ৫ বছরে একবার বড় ধরনের খরা হয়। সমষ্টিগতভাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে সরাসরি বার্ষিক খরচ জিডিপির ০.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। আরও দেখা গেছে ১০ বছরের রিটার্ন পিরিয়ড সহ একটি একক সাধারণ গুরুতর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে ৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় ২,৪২৬ মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ২০৫০ সালের মধ্যে এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ৫০ মিলিয়ন ডলার হবে। যাইহোক, এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায়, বাংলাদেশ "সবুজ উন্নয়ন" প্রবর্তনের পাশাপাশি বিভিন্ন নীতি, আইন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য, সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলির সাথে একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতির জরুরী প্রয়োজন। ■





# আইইবি সংবাদ

সংবাদ সংক্ষেপ

বিবিধ সংবাদ



## আইইবি সদর দফতর সংবাদ

### মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) র্যালি নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা করেন।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর এমপি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

### ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) 'র প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, এমপি'কে আইইবি'র সংবর্ধনা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) 'র প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, এমপি মহোদয়কে আইইবি'র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১০ মার্চ ২০২৪খ্রি. আইইবি মিলনায়তন, রমনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।



সংবর্ধিত অতিথিকে স্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি নেতৃবৃন্দ

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নিহত সকল শহীদদের। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে। বিন্ম্রশ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি'৭৫ এর ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনে মনোনয়ন দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনে বিপুল ভোটে ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুরকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করায় দাউদকান্দি-তিতাসের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আইইবি'র ৭৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার সিটিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে এমপি নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য হয়েছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম জেড বসুনিয়া, পিইঞ্জ., প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. কবির আহমেদ ভূঞা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি।



শুভেচ্ছা বক্তব্যে, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনের ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুরকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করায় দাউদকান্দি-তিতাসের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আইইবি'র ৭৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার সিটিং প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতির সাথে জরিত ছিলেন। আমি ১৯৮৮ সালে বুয়েট ভর্তি হই। ক্লাস শুরুর প্রথম দিন থেকে ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুরের হাত ধরে আমার রাজনীতির সূচনা। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদের ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ছাত্র নেতা দল মত নির্বিশেষে ছাত্রদের পাশে থাকতেন। ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনকে সামিল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের রাজনীতিতে জরিয়ে পেরেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## ১৭ মার্চ ২০২৪খ্রি. স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মদিবস পালন

১৭ মার্চ ২০২৪খ্রি. স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।



জাতীয় শিশুদিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর এমপি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## ১৭ মার্চ ২০২৪খ্রি. জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মদিন উপলক্ষে শুকনো খাবার বিতরণ

১৭ মার্চ ২০২৪খ্রি. জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকা'র পক্ষ থেকে অসহায়-দরিদ্র মানুষের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়।



জাতীয় শিশুদিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে অসহায়-দরিদ্র মানুষের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করেছেন আইইবির নেতৃবৃন্দ

শুকনো খাবার বিতরণে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর এমপি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. নুরঞ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## ২৬ মার্চ ২০২৪খ্রি. মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২৪খ্রি. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন আইইবির নেতৃবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর এমপি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. নুরঞ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## আইইবি মহিলা কমিটি

### আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে “বর্ণমালা উৎসব” ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আইইবি মহিলা কমিটির শিক্ষা-উপকমিটির উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি-২০২৪ খ্রি., বিকাল ৩:০০ ঘটিকায়, ইআরসি কনফারেন্স রুম, “বর্ণমালা উৎসব” ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. বই মেলায় আয়োজন করা হয়।



মঞ্চ অতিথিবৃন্দ ও আইইবি মহিলা কমিটির নেতৃবৃন্দ

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, এমপি. প্রেসিডেন্ট, আইইবি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযুদ্ধা প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি। প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি। প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ. সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি। প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি।

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি করেন, ইয়াসমিন রহমান, চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আসমা বেগম, সদস্য সচিব,

আইইবি মহিলা কমিটি। “বর্ণমালা উৎসব”-এ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লুৎফুন নাহার কবির, সাবেক চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। হোসনে আরা আজাদ, সাবেক চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। উক্ত অনুষ্ঠানে আত্মীয়ক হিসাবে ছিলেন, নিপা রহমান, শিক্ষা-উপকমিটি, আইইবি মহিলা কমিটি। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইইবি মহিলা কমিটির নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, মহিলা কমিটির সকল সদস্য এবং আইইবি’র ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

### আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৯ মার্চ ২০২৪খ্রি. ৩:০০ ঘটিকায়, ইআরসি কনফারেন্স রুমে আইইবি মহিলা কমিটির নারী উদ্যোক্তা-উপকমিটির উদ্যোগে “নারী উদ্যোক্তা মেলা” আয়োজন করা হয়।



আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলা কমিটির নেতৃবৃন্দের একাংশ

নারী দিবসের এবারে প্রতিপাদ্য ছিল “নারী স্বাবলম্বী করণ: দ্রুত উন্নয়ন অগ্রযাত্রা”। নারী উদ্যোক্তা মেলায় শুভ উদ্বোধন করেন প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি. প্রেসিডেন্ট, আইইবি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ। উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযুদ্ধা প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি। প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি। প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি। প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ. সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি। প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি।



নারী উদ্যোক্তা মেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. প্রকৌলশী মাসুদা সিদ্দীক রোজী, পিইঞ্জ. এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার ফারজানা ছাত্তার এমপি।

উক্ত মেলায় সভাপতিত্ব করেন, ইয়াসমিন রহমান, চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আসমা বেগম, সদস্য সচিব, আইইবি মহিলা কমিটি। উক্ত মেলায় আত্মায়ক হিসাবে ছিলেন, অধ্যাপক ডা. মুশফিকা রহমান, নারী উদ্যোক্তা-উপকমিটি, আইইবি মহিলা কমিটি। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি মহিলা কমিটির নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, মহিলা কমিটির সকল সদস্য এবং আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারবৃন্দ।

**দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় মো. আবদুস সবুর এমপি'কে আইইবি মহিলা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন**

২০ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. শনিবার, বিকাল ৪:০০ টায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় আইইবি'র প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর এমপি'কে আইইবি মহিলা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।



সংবর্ধিত অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন আইইবি মহিলা কমিটির নেতৃবৃন্দ

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আইইবি মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন ইয়াসমিন রহমান, আসমা বেগম সদস্য সচিব, আইইবি মহিলা কমিটি। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, মিসেস উরনী ইসলাম, মিসেস পারভিন সুলতানা, মিসেস খন্দকার ফারাহ জেবা, মিসেস মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী,

কো-চেয়ারপার্সন আইইবি মহিলা কমিটি, মোসাম্মৎ শায়লা নুর, ডা. আয়েশা সিদ্দিকা, ডা. পূজা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডা. মুশফিকা রহমান, সহকারী সদস্য-সচিবসহ মহিলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন ও শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন ও শিশু দিবস উপলক্ষে ১৯ মার্চ আইইবি মহিলা কমিটির ধর্ম বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে “দোয়া মাহফিল” অনুষ্ঠিত হয়।



বঙ্গবন্ধু আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করছেন আইইবি মহিলা কমিটির নেতৃবৃন্দ

উক্ত দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন, আইইবি মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন ইয়াসমিন রহমান, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি মহিলা কমিটির সদস্য সচিব আসমা বেগম, দোয়া পরিচালনা করেন ধর্ম বিষয়ক উপ-কমিটির আত্মায়ক শামীমা নাসরিন (রানী)। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন, মিসেস উরনী ইসলাম, মিসেস পারভিন সুলতানা, মিসেস খন্দকার ফারাহ জেবা, মিসেস মাকসুদা আহমেদ চাঁদনী, কো-চেয়ারপার্সন, মিসেস মোসাম্মৎ শায়লা নুর, মিসেস ডা. আয়েশা সিদ্দিকা, মিসেস ডা. পূজা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডা. মুশফিকা রহমান, সহকারী সদস্য-সচিব মহিলা কমিটি সহ সকল সদস্যবৃন্দ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুল্লাহ মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের জন্য দোয়া করা হয়।



## আইইবি বিভাগীয় সংবাদ

## কেমিকৌশল বিভাগ

## “Energy Security and Challenges for Incumbent Government of Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কেমিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Energy Security and Challenges for Incumbent Government of Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।



মঞ্চের অতিথিবৃন্দ ও আইইবি’র নেতৃবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছেন যার সূচনা করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। করোনা মহামারী কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য বিশ্বে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী দেখা দেয় জ্বালানির দামের অস্থিরতা। গত অর্থ বছরে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে দেশের অর্থনীতি। পণ্যের দাম কয়েক দফা বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ডলার সংকট। জ্বালানির দাম বাড়ার পাশাপাশি এর প্রভাব পরে সব কিছুতেই। বর্তমান বাস্তবতায় আগামী মার্চ, এপ্রিল ২০২৪খ্রি. জ্বালানি সংকট তীব্রতর হতে পারে বর্তমান সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে জ্বালানি সংকট রোধ করা।

বিশেষ অতিথি, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে জ্বালানি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। কিছু দিন পূর্বে বাংলাদেশে জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি সংকট দূর করার জন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছিলেন এবং তিনি সফল হয়েছেন।

বিশেষ অতিথি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকের সেমিনার অত্যন্ত যুগোপযোগী। দেশ যখনই এগিয়ে যায় তখনই নানা প্রতিবন্ধকতা সামনে চলে আসে। বাংলাদেশ যখনই এগিয়ে যাচ্ছিলো তখনই করোনা মহামারী বিশ্বে অস্থিরতা সৃষ্টি করলো এই করোনা মহামারী কাটিয়ে উঠছি ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আবারো বিশ্বে অস্থিরতা সৃষ্টি হলো। বাংলাদেশ সরকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং তা মোকাবেলা করছেন। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যার যার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, প্রকৌশলী খন্দকার আব্দুস সালেহ (সুফী), পিইঞ্জ., আন্তর্জাতিক জ্বালানি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান বাংলাদেশে পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে কয়েকটি প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। মাতারবাড়ী, পায়রা, রূপপুর, রামপাল তার মধ্যে অন্যতম। এসকল প্রজেক্ট বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট দূর হবে। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, প্রকৌশলী রুখসানা নাজমা ইছহাক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিজিসিএল।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি’র কেমিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. ওবায়দুল্লাহ (নয়ন)। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী এ. এন. এম. তারিক আব্দুল্লাহ চেয়ারম্যান কেমিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. ইলিয়াস হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, কেমিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## “LPG Industry: Compliance, Safety and Risk Management” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কেমিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “LPG Industry: Compliance, Safety and Risk Management” শীর্ষক সেমিনার ০৬ মার্চ ২০২৪খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান

অতিথি ছিলেন, নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি, মাননীয় মন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রকৌশলীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। কারিগরি পেশায় অকারিগরি নিয়োগ প্রদান সঠিক নয় এতে কাজের গতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এলপিজির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এই এলপিজি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। ঢাকার গুলশান, ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন এলাকায় সরকারি নিয়মনীতি ব্যতীত রেস্টোরা গড়ে উঠেছে। নিয়মনীতি অনুযায়ী রেস্টোরা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।



প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি'র নেতৃত্ব

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সম্প্রতি সময়ে ঘোটে গেছে বেইলি রোডে এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের ৫জন সহ অর্ধশতাধিক মৃত্যুবরণ করেছেন। বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি পর্যায়ে উপনিত হয়েছে এখন উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন করতে হবে। বর্তমান ঢাকা শহরে প্রায় প্রতিটি বিল্ডিং-এ রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে যার কোনো অনুমোদন নেই তারা সিঁড়ির মধ্যে এলপিজি গ্যাস রেখে রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন কোনো দুর্ঘটনা হলে বের হবার কোনো পথ নেই। রেস্টুরেন্ট পরিচালনার জন্য সরকারি নীতিমালায় আনতে হবে।

কারিগরি পেশায় অকারিগরি জনবল নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারিগরি কাজে অকারিগরি লোক দায়িত্বে থাকলে এমন দুর্ঘটনা হতেই থাকবে। “উন্নত জগত গঠন করুন” এ সুমহান আদর্শকে সামনে রেখে জাতীয় উন্নয়ন তথা দেশ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৮ সালের ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. জব্বারের নেতৃত্বে ৬৮জন ইঞ্জিনিয়ারের ঐকান্তিক প্রতিষ্ঠায় ইনস্টিটিউশন যাত্রা শুরু করে। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগসমূহ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। সেখান থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালাসমূহ

বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

বিশেষ অতিথি, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের দিকে। বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। জ্বালানি সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ সেক্টরের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী দিনে জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০৪১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

সম্মানিত অতিথি প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি এবং প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, প্রকৌশলী মো. লিয়াকত আলী পিইঞ্জ., হেড অব সেফটি এন্ড কমপ্লায়েন্স জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লিমিটেড বলেন, বাংলাদেশে এলপিজি আছে ১৫ থেকে ২০ মেট্রিক টন। এই সামান্য এলপিজি রক্ষণাবেক্ষণ করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। ব্যর্থ হবার কারণ কি তা দেখতে হবে। এলপিজি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রকৌশলীদের কিন্তু এর দায়িত্বে রয়েছে অকারিগরি লোক। প্রতিটা কোম্পানির প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে কোডর্স এন্ড স্ট্যান্ডার। বর্তমানে বেশিরভাগ কোম্পানি পরিচালনার জন্য ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ প্রদান করেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের অল্প টাকা বেতন দিয়ে নিয়োগ দেওয়া যায়। বিএসসি ব্যতীত নিয়োগ বন্ধ করার জন্য আইইবি'র ভূমিকা পালন করতে হবে। এলপিজি এর ২৩টি কোম্পানি আছে এসকল কোম্পানির কোডর্স এন্ড স্ট্যান্ডার আছে কিনা তা দেখতে হবে।

কোম্পানিগুলোর কোডর্স এন্ড স্ট্যান্ডার যারা পরীক্ষা করেন তাদের যোগ্যতা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। সিলেভার কখনো ব্লাস্ট হয় না সিলেভারের মুখে একটি গ্যাসকেট থাকে সেটি নষ্ট হয়ে দুর্ঘটনা হচ্ছে কিন্তু এর মূল্য মাত্র ৭০ পয়সা। এটি টেস্ট করা বা পরীক্ষা করার জন্য কোনো ভালো কোম্পানি নাই। ১৩টি গ্যাস কোম্পানি বিএসটিআই পরীক্ষা করছে কিন্তু যারা পরীক্ষা করছে তারা দক্ষ কিনা। প্রতিটি বিল্ডিং-এ গ্যাস সংযোগ দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে

নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে কিনা এবং সঠিকভাবে সংযোগ করা হচ্ছে কিনা এসকল দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সম্মানিত আলোচক ছিলেন, প্রকৌশলী রুখসানা নাজমা ইছহাক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিজিসিএল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র কেমিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. ওবায়দুল্লাহ (নয়ন)। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী এ. এন. এম. তারিক আব্দুল্লাহ চেয়ারম্যান কেমিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. ইলিয়াস হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, কেমিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## “অগ্নিবুঁকি রোডে প্রকৌশলীদের ভূমিকা: বর্তমান বাস্তবতা ও করণীয়” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কেমিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “অগ্নিবুঁকি রোডে প্রকৌশলীদের ভূমিকা: বর্তমান বাস্তবতা ও করণীয়” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২১ মার্চ ২০২৪খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।



মঞ্চে অতিথিবৃন্দ ও আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, মার্চ মাস মহান স্বাধীনতার মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে। বিনম্রশ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি '৭৫ এর ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন

আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান কে। সেই সাথে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনদের। যাদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে আজকের এই বাংলাদেশ।

“উন্নত জগত গঠন করণ” এ সুমহান আদর্শকে সামনে রেখে জাতীয় উন্নয়ন তথা দেশ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৮ সালের ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. জব্বারের নেতৃত্বে ৬৮জন ইঞ্জিনিয়ারের ঐকান্তিক প্রতিষ্ঠায় ইনস্টিটিউশন যাত্রা শুরু করে। প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, বিশ্বের নিত্য নতুন, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে প্রকৌশলীদের পরিচয় করে দেয়া, বিদেশী প্রযুক্তিকে দেশোপযোগী করে প্রয়োগ, বিভিন্ন কারিগরি ইস্যু, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারকে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সহযোগিতা করা এবং প্রকৌশলীদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনে ইনস্টিটিউশন ৭৬ বছর থেকে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই কাজগুলো আইইবি ১৮টি কেন্দ্র, ৩৪টি উপকেন্দ্র, ১৪টি ওভারসীজ চ্যাপ্টার, ৭টি প্রকৌশল বিভাগীয় কমিটি'র মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগসমূহ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। সেখান থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি উপস্থিত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সম্প্রতি সময়ে বেইলি রোডে এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের ৫জন সহ ৪৭জন মৃত্যুবরণ করেছেন। মাঝে মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে এর কারণ খতিয়ে দেখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি। মডারেটর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ড. প্রকৌশলী ইয়াসির আরাফাত খান, সহযোগী অধ্যাপক কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট।

### সম্মানিত আলোচকবৃন্দ ছিলেন

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এম. শামীম জেড বসুনিয়া, পিইঞ্জ. প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি, সাবেক অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও সাবেক চেয়ারম্যান রাজউক। বিদ্রোহিয়ার জেনারেল (অব:) প্রকৌশলী আলী আহমেদ খান, সাবেক মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। ড. প্রকৌশলী এ. এফ. এম. সাইফুল আমিন, চেয়ারম্যান বোর্ড



অব এনক্রিপশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। মুনীরা সুলতানা, এনডিসি চেয়ারম্যান, স্লেড। প্রকৌ. মো. হারুনুর রশীদ মোল্লাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। প্রকৌশলী রুখসানা নাজমা ইছহাক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লি। ধূর্জী প্রসাদ সেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড। আবুল খায়ের মো. আক্বাস আলী প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক (যুগ্মসচিব) বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রকৌশলী মো. মাসুদুল মান্নান নিয়ন্ত্রক আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর বানিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা। প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান প্রধান ব্রয়লার পরিদর্শক শিল্প মন্ত্রণালয়। অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী হেলিয়া শাহনাজ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, বুয়েট। প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ যুগ্ম মহাপরিদর্শক সেফটি অধিশাখা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, পিইঞ্জ. চেয়ারম্যান, ওএসবিবি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। আব্দুর রাজ্জাক, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ফিন্যান্স), রিহাব চেয়ারম্যান, আরমা গ্রুপ। প্রকৌশলী মো. জাকারিয়া জালাল নির্বাহী পরিচালক, স্ট্র্যাটেজিক প্র্যানিং সেক্টর-এ, বসুন্ধরা গ্রুপ। প্রকৌশলী মো. লিয়াকত আলী পিইঞ্জ। হেড অব সেফটি এন্ড কমপ্লায়েন্স জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র কেমিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. ওবায়দুল্লাহ (নয়ন)। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী এ. এন. এম. তারিক আব্দুল্লাহ চেয়ারম্যান কেমিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. ইলিয়াস হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, কেমিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## পুরকৌশল বিভাগ

### “Load and Integrity Testing of Cast-In-Situ Bored Pile-Quality Control Approach” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র পুরকৌশল বিভাগের, উদ্যোগে “Load and Integrity Testing of Cast-In-Situ Bored Pile-Quality Control Approach” শীর্ষক সেমিনার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. আইইবি সদর দফতর, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। তিনি বলেন

বাংলাদেশের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে পাইলিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। পদ্মাসেতুর পাইলিংয়ে সমস্যার কারণে কাজের গতি কমে এসেছিল। কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য পদ্মাসেতু বাস্তবায়ন কমিটির এক্সপার্ট টিম প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রকৌশলী শামীম জে. বসুনিয়া স্যারদের নেতৃত্বে পদ্মাসেতুর পাইলিং কাজের লোড ক্যালকুলেশন করে সমস্যা সমাধান করেন। মেগা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের দেশের প্রকৌশলীরা তাদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদেশী প্রকৌশলীদের প্রয়োজন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।



প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, ড. প্রকৌশলী এএইচএম কামরুজ্জামান, প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার জিওটেকনিক্যাল, ট্রান্সপোর্ট ফর এনএসডব্লিউ, অস্ট্রেলিয়া।

বিশেষ অতিথি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি বলেন, প্রকৌশল পেশায় অপ্রকৌশলীদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। প্রকৌশলীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। রাজউক একটি প্রকৌশল সংস্থা কিন্তু এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন একজন অপ্রকৌশলী। প্রকৌশলীদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে। বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে বিএনবিসির কোর্ড মানতে হবে। যেকোনো প্রকৌশল সংস্থায় প্রকৌশলীদের নিয়োগের দাবী জানান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। গেস্ট অব অনার ছিলেন, প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী সৈয়দ শাহাবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সৌমিত্র কুমার মুৎসুদ্দি চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন

প্রকৌশলী সতীনাথ বসাক, ভাইস-চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি।

## “Listening from Successful Professional Civil Engineer and Successful Entrepreneur from Engineering Background: Guide Line for Young Engineers” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Listening from Successful Professional Civil Engineer and Successful Entrepreneur from Engineering Background: Guide Line for Young Engineers.” শীর্ষক সেমিনার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকৌশলীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশ্বের ৩টি ক্ষরপ্রতা নদীর মধ্যে পদ্মা ১টি সেই পদ্মার বুকে সেতু নির্মাণ করে প্রকৌশলীরা তাদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তার দেখানো পথে চলছে বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকৌশলীরা তাদের মেধা মনন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ করবেন বলে আশা করি।



প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি’র নেতৃবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্য ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), আইইবি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস।

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নিহত সকল শহীদদের। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’কে। বিনম্রশ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি’৭৫ এর ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। আজকের সেমিনার মূলত তরুণ প্রকৌশলীদের জন্য তরুণ প্রকৌশলদের মধ্যে যারা উদ্যোগতা হতে চান তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আজকের সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, এসবিএসি ব্যাংকের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোখলেসুর রহমানকে অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকের সেমিনারটি শুধুমাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের নয় এটি সকল ইঞ্জিনিয়ারদের। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে সরকারি চাকুরী পাবেন এমন চিন্তার পরিবর্তন করতে হবে। আপনি কোন বিষয়ে পারদর্শি সেটা খুজে বের করতে হবে। আপনার সফলতার জন্য আপনাকেই রাস্তা খুজে বের করতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে তবেই আপনি সফল হতে পারবেন।

বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকের সেমিনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরকৌশল বিভাগের তরুণ প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেন। তখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১২০০ প্রকৌশলী রেজিস্ট্রেশন করেন তার মধ্যে ৪০০ জন কে ৩ (তিন) দিন ধরে ট্রেনিং করানো হয়। তরুণ প্রকৌশলীরা ট্রেনিং নিয়ে উপকৃত হয়েছেন বলে আশাকরি। যেহেতু আজকের সেমিনারটি তরুণ প্রকৌশলীদের নিয়ে সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে ট্রেনিং করানোর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ সহযোগিতা করা। অভিজ্ঞতা লাভ করে বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করতে পারবেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন প্রকৌশলী মো. মোখলেসুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান, এসবিএসি ব্যাংক এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বিএন্ডটি গ্রুপ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি’র পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী সৈয়দ শিহাবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সৌমিত্র কুমার মুৎসুদ্দি চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী সতীনাথ বসাক, ভাইস-চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি।

## “Re-Development of Dhaka City: Best Utilization of Land & Services” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

পুরকৌশল বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)’র উদ্যোগে “Re-Development of Dhaka City: Best Utilization of Land & Services” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২৮ মার্চ ২০২৪খ্রি. আইইবি সদর দফতর, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। তিনি বলেন, ঢাকা শহরকে উন্নত আধুনিক করতে হলে সিটি কর্পোরেশনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ঢাকা শহরে মধ্যে ৫০টি সংস্থা কাজ করে। এই ৫০টি সংস্থাকে একটি ছাতার নিচে এনে কাজ করতে পারলে ঢাকা শহরকে রিডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব। ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য রাজউকের সাথে আইইবি একটি ওয়ার্কশপ করার প্রস্তাব করেন।



মঞ্চে অতিথিবৃন্দ ও আইইবি নেতৃবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্যে, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি বলেন, ঢাকা শহরে উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঢাকা শহরকে নতুন করে সাজিয়ে বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জের বিষয়। ঢাকা শহরে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আধুনিক ঢাকা সিটি নির্মাণ করা সম্ভব হবে। আজকের গোলটেবিল বৈঠক হতে প্রাপ্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি। মডারেটর ছিলেন, ড. প্রকৌশলী এ. এফ. এম. সাইফুল আমিন,

অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট এবং চেয়ারম্যান, বোর্ড অব এক্সিডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন।

### সম্মানিত আলোচকবৃন্দ ছিলেন:

অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট এবং পরিচালক, ছাত্র কল্যাণ পরিদপ্তর, বুয়েট, অধ্যাপক ড. আদিল মোহাম্মদ খান প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, প্রকৌশলী মো. আব্দুল আউয়াল প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রিহাব, মেজর (অবঃ) প্রকৌশলী সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী সদস্য (উন্নয়ন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, সাবেক প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, মো. আশরাফুল ইসলাম, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ড. মো. মিজানুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আর.পি.এন্ড.ডি), ঢাকা ওয়াসা, ড. প্রকৌশলী মো. আবদুল আল মামুন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রকৌশলী আব্দুল মালেক সিকদার সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, খন্দকার মাহবুব আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডি.এন.সি.সি, সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), গ্লোবাল টেলিভিশন, মাসুদ করিম, চিফ রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর, মো. শামসুল আলম সম্পাদক, মুক্ত আকাশ।

অনুষ্ঠান সম্বলনায় ছিলেন আইইবি’র পুরকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী সৈয়দ শাহাবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সৌমিত্র কুমার মুৎসুদ্দি চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী সতীনাথ বসাক, ভাইস-চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি।

## যন্ত্রকৌশল বিভাগ

## “Life and Fire Safety for Sustainable Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার

যন্ত্রকৌশল বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)’র উদ্যোগে “Life and Fire Safety for Sustainable Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি’র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি মাস, ভাষার মাস। আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি



গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে। বিনম্রশ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি '৭৫ এর ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নিহত সকল শহীদদের। আজকের সেমিনারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বাংলাদেশ আর ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ আরো আধুনিক ও উন্নত হবে বলে আশা করি। বিল্ডিং নির্মাণ করার সময় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা তাদের সক্ষমতার প্রমাণ ইতোমধ্যে দিয়েছেন পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার মাধ্যমে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।



প্রধান অতিথিকে ট্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি নেতৃত্বদ

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, টেকসই বাংলাদেশের জন্য জীবন ও অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান সময়ে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে কারণীয় সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে। আজকের সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক তার প্রেজেন্টেশনে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে আশা করি। উক্ত সেমিনার হতে প্রাপ্ত সুপারিশমালাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, প্রকৌশলী মো. হাসমতুজ্জামান, ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল সেফটি কনসালটেন্ট এবং ইউটিলিটি প্রফেশনাল। সম্মানিত আলোচক : প্রকৌশলী আশরাফুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম (পিএন্ডডি), গণপূর্ত অধিদপ্তর। বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিল্ডিং নির্মাণ করার নক্সায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। প্রতিটা বিল্ডিং-এ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র আছে কিন্তু তার কার্যক্রম

এবং ব্যবহার সম্পর্কে অনেকে জানে না। বাড়ী নির্মাণ করার ক্ষেত্রে Sustainable করতে হবে তাহলে বাংলাদেশ Sustainable হবে। বর্তমানে যতোগুলো অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বেশিরভাগ হয়েছে অসচেতনতার জন্য। বাংলাদেশে কেমিক্যাল এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু কেমিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা নেই। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন অকারিগরি পেশার লোকবল। কারিগরি পেশায় অকারিগরি লোকবল নিয়োগ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী নালিম কাউরা, মহাব্যবস্থাপক, হিলাটি বাংলাদেশ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সদস্য, ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান (রিংকু)। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার আহসান বিন বাসার (রিপন), চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. মাসুদ রানা ভাইস-চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি।

## “Navigating Energy Security: Challenges and Strategies for Bangladesh’s Sustainable Future” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)র যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Navigating Energy Security: Challenges and Strategies for Bangladesh’s Sustainable Future” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ২০ মার্চ ২০২৪ খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি বলেন, প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, বিশ্বের নিত্য নতুন, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে প্রকৌশলীদের পরিচয় করে দেয়া, বিদেশী প্রযুক্তিকে দেশোপযোগী করে প্রয়োগ, বিভিন্ন কারিগরি ইস্যু, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারকে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সহযোগিতা করা এবং প্রকৌশলীদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনে ইনস্টিটিউশন ৭৬ বছর থেকে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আজকের গোলটেবিল বৈঠকের বিষয়বস্তু যুগোপযোগী। গোলটেবিল বৈঠক থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থায় প্রেরণ করা হবে।

বিশেষ অতিথি, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, যন্ত্রকৌশল বিভাগের আজকের গোলটেবিল বৈঠক তখনই গুরুত্ব পাবে যখন এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে প্রকৌশল পেশায় অপ্রকৌশলী নিয়োগ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি।



মঞ্চে অতিথিবৃন্দ ও আইইবি নেতৃবৃন্দ

#### সম্মানিত আলোচকবৃন্দ ছিলেন:

অধ্যাপক ড. ম. তামিম, ডীন, কেমিক্যাল এন্ড মেটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট ও সাবেক জ্বালানী উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও সাবেক চেয়ারম্যান রাজউক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, মহাপরিচালক, পাওয়ারসেল ও চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, ড. মো. শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং সাবেক বিজিটিং অধ্যাপক, নিউক্লিয়ার সাইন্স নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, এমআইটি, যুক্তরাষ্ট্র, মুনীরা সুলতানা, এনডিসি চেয়ারম্যান, স্রোডা, অধ্যাপক শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী, পরিচালক, সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চ ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও বিশিষ্ট নবায়ন যোগ্য জ্বালানী বিশেষজ্ঞ, প্রকৌ. মো. হারুনুর রশীদ মোল্লাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান পিইঞ্জ, চেয়ারম্যান, ওএসবিবি, আইইবি, প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন সাবেক চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ, আইইবি, প্রকৌশলী মো. হাসমতুজ্জামান এমইপি কনসালটেন্ট এবং ইউটিলিটি প্রফেশনালস, মো. জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা পরিচালক, আইপিপিসেল-৩ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, প্রকৌশলী মো. সিরাজুল মওলা প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন এন্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ডা. মো. ওয়াসিউল হুদা সাংগঠনিক

সম্পাদক, সিএনজি এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল কমিটি এবং সহ সভাপতি পেট্রোল পাম্প ওনার্স এসোসিয়েশন, প্রকৌশলী মো. লিয়াকত আলী পিইঞ্জ., হেড অব সেফটি এন্ড কমপ্লায়েন্স জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সদস্য, ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান (রিংকু)। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার আহসান বিন বাসার (রিপন), চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. মাসুদ রানা ভাইস-চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি।

## “Prospect & Challenges of Electric Vehicle - Bangladesh Perspective” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Prospect & Challenges of Electric Vehicle - Bangladesh Perspective” শীর্ষক সেমিনার ৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রযুক্তি বাস্তব যার কারণে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে এক সময় বিদ্যুতের সংকট ছিল কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুতের সংকট নেই বললেই চলে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ দিয়ে ৬০% কাজ পরিচালিত হবে। বিদ্যুতিক গাড়ি বাজারে আসছে এর নীতিমালা বাংলাদেশ সরকার করবেন আশা করি। উন্নত আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে প্রকৌশলীরা নিরলসভাবে কাজ করবেন সেই প্রত্যাশা করছি।



মঞ্চে অতিথিবৃন্দ ও আইইবি নেতৃবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি প্রধান অতিথি, বিশেষ

অতিথি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস, এই মাসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার কালজয়ী বক্তব্য দিয়েছিলেন। শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে। বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি '৭৫ এর ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলা নিয়ে আলোচনা চলছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছেন। বৈদ্যুতিক গাড়ির নীতিমালা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। ব্যাটারি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্যাটারি নিরাপত্তা, চার্জ স্টেশন এবং ব্যাটারি সম্পর্কিত বিষয়গুলো ব্যবহারকারীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি করেছে। এই সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষ কাজ করেছে এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার সম্পর্কিত নীতিমালা চূড়ান্ত হলে মোটরযান আমদানি শুরু হবে আশা করি। গেস্ট অব অনার ছিলেন, মো. হাবিবুর রহমান, বিপিএএ, সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিশেষ অতিথি, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি বলেন, বৈদ্যুতিক গাড়ি বাজারে আনার আগে দেখতে হবে জনগণ সেটা কিভাবে নিচ্ছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি পরিবেশের উপর কি প্রভাব ফেলবে এর সুফল বা কুফল কি সেটা দেখতে হবে। রাজশাহীতে একটি চার্জ স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে সেখানে সকল সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং জনগণ তার সুফল গ্রহণ করবে। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মো. হাবিব উল্লাহ ডন, প্রেসিডেন্ট, বারভিডা, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মো. নুরজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. মাহবুবুর রহমান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মুনীরা সুলতানা এনডিসি, চেয়ারম্যান, স্রোডা।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক : Mr Vanseer Ali, Mechanical Engineer & Electric Vehicle expert (India)। সম্মানিত আলোচকবৃন্দ ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. এহসান, ডীন, যন্ত্রকৌশল অনুষদ, বুয়েট, মোহাম্মদ হোসাইন, মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সদস্য, ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান (রিংকু)। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার আহসান বিন বাসার (রিপন), চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. মাসুদ রানা ভাইস-চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি।

## কৃষিকৌশল বিভাগ

### “Climate Change in Bangladesh: Impacts on Agriculture” শীর্ষক সেমিনার

কৃষিকৌশল বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)র উদ্যোগে “Climate Change in Bangladesh: Impacts on Agriculture” শীর্ষক সেমিনার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।



মঞ্চে অতিথিবৃন্দ ও আইইবি নেতৃবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্যে প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতি সত্তার রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে। বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি '৭৫ এর ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান কে। সেই সাথে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনদের। যাদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে আজকের এই বাংলাদেশ। ২০০৯ সালে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বিশ্বকে রক্ষায় সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করার জন্য ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, “জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমাদের যথেষ্ট বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং অর্থ রয়েছে।” অব্যাহত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের জন্য সত্যিকার এক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে সাইক্লোন, ঝড়



জলোচ্ছ্বাস এবং মৌসুমি বন্যা মানুষের জীবন জীবিকার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মিলন, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সম্মানী সম্পাদক, আইইবি গাজীপুর কেন্দ্র।

মূখ্য আলোচক ছিলেন, প্রফেসর ড. নেপাল চন্দ্র দে, রিসার্চ এন্ড ইভালুয়েশন, আইইএ পানি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জলবায়ু পরিবর্তন এডাপটেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রতিবছর যে সকল বিপর্যয় সাধিত হয় সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে আর সংঘটিত না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তবে পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত করতে হবে।

বিশেষ অতিথি, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ খাদ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালের দিকে Climate Change নিয়ে কথা বলে ছিলেন। Climate Change এর জন্য সর্বাপেক্ষা দ্বায়ী হলো কার্বনডাই অক্সাইড গ্র্যাস। আবহাওয়া পরিবর্তন শুধু মাত্র কৃষির সাথে সম্পৃক্ত নয়। কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে, বর্তমানে একটি গাছে কতোটুকো পানির প্রয়োজন সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদন করতে যতোটুকো জমি ছিল বর্তমানে তার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা আধুনিক হওয়ার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কৃষক নেজ্য মূল্য পাচ্ছে না কৃষকদের নেজ্য মূল্যের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ করতে হবে। কৃষক বাচলে বাজবে দেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সামাদ, চেয়ারপারসন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ), প্রাক্তন সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. মিছবাজ্জামান চন্দন, চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

## ঢাকা কেন্দ্র

### সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে কম্বল বিতরণ

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৫ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি., বুধবার, বিকাল ৫.৪৫ মিনিটে, আইইবি প্রাঙ্গনে সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে ৫০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।



সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

### “পৌষ উৎসব-১৪৩০” অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি., রোজ শনিবার, বিকাল ০৩:৩০ মি. আইইবি মিলনায়তনে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ “পৌষ উৎসব-১৪৩০” অনুষ্ঠিত হয়।



প্রধান অতিথিকে ফ্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু। বিশেষ

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ এবং আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ)। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ পৌষের উৎসবে বিভিন্ন পিঠাপুলির পাশাপাশি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠেন। ১৬ মার্চ, ২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আইইবি'র ৬৪৩তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ড. প্রকৌশলী এম. শামীম জেড. বসুনিয়া, পিইঞ্জ ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত “পৌষ উৎসব-১৪৩০” অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

## আইইবি'র প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা কেন্দ্রের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী শাহাদাৎ হোসেন শেলী এর রোগ মুক্তির কামনায় দোয়া মাহফিল আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে আইইবি'র প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা কেন্দ্রের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী শাহাদাৎ হোসেন শেলী, এফ/৩০০০ স্কার হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে আইসিইউতে ভর্তি থাকায় ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি., রোজ বুধবার, বাদ মাগরিব, আইইবি মসজিদে দ্রুত রোগ মুক্তির কামনায় দোয়া মাহফিল আয়োজিত হয়। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি। আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু। আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি)

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার।



দোয়ারত অবস্থায় আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ, পিএমপি, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ) এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সকলে প্রকৌশলী শাহাদাৎ হোসেন শেলী এর আশু সুস্থতায় মহান আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করেন।

## “প্রকৌশলী পরিবারের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা প্রদান” অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি., রোজ শনিবার, বিকাল ০৪:০০ টায় আইইবি মিলনায়তনে “প্রকৌশলী পরিবারের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা প্রদান” অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। শুভেচ্ছা বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র



সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ এবং আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার।



মধ্যে অতিথিবৃন্দ, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ ও কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী পরিবারের ২০২৩ সালে 'এস. এস. সি', 'এইচ. এস. সি', 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ মোট ১২৬ জন কৃতি সন্তানদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

## Training on “Project Management Fundamentals and Comprehensive Project Life Cycle”

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৬-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল হলে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে Training on “Project Management Fundamentals and Comprehensive Project Life Cycle” এর উপর ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শেখ মাছুম

কামাল, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী হাবিব আহমেদ হালিম (মুরাদ) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেনার হিসেবে ছিলেন Engr. Foyezur Rahman, PMI-RMP, PMP, PRINCE2, Authorized Project Management Professional (PMP), Instructor of Project Management Institute (PMI), USA.

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে ০৫ জন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড থেকে ০৩ জন, বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে ০৪ জন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে ০২ জন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে ০২ জন, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ১০ জন মোট ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন।



প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করছেন ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. ট্রেনিং এর Opening Ceremony অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, পাওয়ারসেল প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন ট্রেনিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ট্রেনিং সমাপ্তির শেষ দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. Closing Ceremony অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, ও মহাপরিচালক, পাওয়ারসেল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

## মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি., বুধবার, জাতীয় শহীদ মিনারে সকল ভাষা সৈনিক ও ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রকৌশলীদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকার পক্ষ থেকে জাতীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা



নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষা শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া করা হয়।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

## Training on FIDIC (Red book & Pink book) Contract Training Construction and Design-Build and EPCT Contract

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৮-১০ মার্চ, ২০২৪ খ্রি., শুক্র-রবিবার, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে (২য় তলা) ৯:০০-৫:০০ টা পর্যন্ত দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে Training on “FIDIC (Red book & Pink book) Contract Training Construction and Design-Build and EPCT Contract” এর উপর ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।



প্রশিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করছেন ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী হাবিব আহমেদ হালিম (মুরাদ) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Engr. Md. Dalil

Uddin, PEng., MCIPS, FIDIC Certified Trainer, FIDIC Certified Contract Manager সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর থেকে ০৪ জন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে ১৪ জন মোট ১৮ জন প্রশিক্ষার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন। ০৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রি. ট্রেনিং এর Opening Ceremony অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, পাওয়ারসেল প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন ট্রেনিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনিং সমাপ্তির শেষ দিন ১০ মার্চ, ২০২৪ খ্রি. Closing Ceremony অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, ও মহাপরিচালক, পাওয়ারসেল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি ঢাকা'র পক্ষ থেকে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর ১০৪তম জন্মবার্ষিকীতে ১৭ মার্চ, ২০২৪ খ্রি., রবিবার, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, সকাল ১০:০০ টায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আইইবি প্রাঙ্গনে দুপুর ১২:০০ টায় অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয় এবং দুপুর ১:৩০ টায়, আইইবি মসজিদে পবিত্র কোরআন খতম, দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

## আইইবি'র ৬১তম কনভেনশনের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

২০ মার্চ, ২০২৪ খ্রি., দুপুর ২:০০ টায় আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি আইইবি কাউন্সিল হলে (২য় তলা) Online Registration এর মাধ্যমে আইইবি'র ৬১তম কনভেনশনের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন।



৬১তম কনভেনশনের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করছেন প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এমপি, প্রেসিডেন্ট আইইবি

## স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২৪ খ্রি., মঙ্গলবার, সকাল ১০:০০ টায় স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের কর্তৃক ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে অমর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে “স্বোপার্জিত স্বাধীনতা” নামের সুদৃশ্য স্যুভিনির প্রকাশিত হয়।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

## চট্টগ্রাম কেন্দ্র

### শীতবস্ত্র বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও শীতাত্তর দুঃস্থ ও গরীবদের মাঝে চারশতাধিক শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এর অংশ হিসেবে জানুয়ারি, ২০২৪ মাস জুড়ে নগরীর আখাবাদ মা ও শিশু হাসপাতাল, পটিয়া, হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুঃস্থ ও গরীবদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।



আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ফটিকছড়ির হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এর হাতে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়াল ছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব জাফর আহমেদ এর হাতে তাঁর এলাকায় শীতাত্তরদের মাঝে বিতরণের জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কম্বল হস্তান্তর করা হয়। কম্বল হস্তান্তরকালে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন। শীতবস্ত্র হস্তান্তরকালে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র তার সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সর্বদা দেশের দুঃস্থ মানুষের পাশে ছিল এবং থাকবে। তিনি জানান, শীতাত্তরদের কম্বল বিতরণ ছাড়াও আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বহুবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

## অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী



মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ।



আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অন্তর্জাতিক মাতৃভাষা প্রতিযোগিতা-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, স্বাস্থ্যই হচ্ছে সকল সুখের মূল এবং মানুষের শরীর ও মনের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী করে। নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীর চর্চা করলে মন ভালো থাকে, মানসিক প্রশান্তি বাড়ে এবং কর্ম স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা নেশার জগতে আসক্ত হচ্ছে, কিশোর গ্যাংয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে ও ফেইসবুক নির্ভর হয়ে পড়ছে, ফলে সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয় তৈরী হচ্ছে। সুস্থ পরিবার ও সমাজ নির্মাণে খেলাধুলায় সন্তানদের আকৃষ্ট করে তোলার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কেন্দ্রকে প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় নিবাস হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও সহমর্মিতা স্থাপনের লক্ষ্যে আরো অধিক হারে শরীর চর্চা, খেলা-ধুলা ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে বলে জানান। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আধুনিক ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরী করা হয়েছে এবং শীঘ্রই বিলিয়ার্ড বোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া উপ-কমিটির আহ্বায়ক সুভাষ চক্রবর্তী ও সদস্য সচিব প্রকৌশলী মোঃ রিদওয়ান উর রহমান, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী উজ্জ্বল কুমার মোহন্ত, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রকৌশলী শেখ রাব্বের মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পিইঞ্জ., সিনিয়র প্রকৌশলী তোফাজ্জল আহমেদ, প্রকৌশলী মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী স্বপন কুমার পালিত, প্রকৌশলী মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রকৌশলী আবুল হোসেন, প্রকৌশলী বিধান চন্দ্র দাস ও ইআরসির নির্বাহী সদস্য প্রকৌশলী রশীদুল আবেদীন চৌধুরী।

পরে টেবিল টেনিস খেলার মাধ্যমে মাসব্যাপী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২২১জন প্রকৌশলী, প্রকৌশলী গৃহীনি/স্বামী ও সন্তান ৭টি গ্রুপে ৩৭টি আইটেমে ৪৩২টি খেলায় অংশগ্রহণ করছেন।

## মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে বুধবার (একুশে ফেব্রুয়ারি-২০২৪) যথাযোগ্য মর্যাদা আর ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা (অর্ধনমিত) উত্তোলনের পর প্রভাতফেরী করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করেন। পরে কেন্দ্রের মিলনায়তনে প্রকৌশলী সদস্যদের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে এবং কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী শেখ রাব্বের তৌহিদুল ইসলাম, পিইঞ্জ. এর সঞ্চালনায় শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভায় বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক বিশ্বজিৎ চৌধুরী মুখ্য আলোচক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ।

আলোচনা সভায় বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলার পরও ১৯৪৮ সালে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে রাষ্ট্রভাষা না করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ভাষা আন্দোলন এই অঞ্চলের জনপদকে একত্রিত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ধাবিত করে। তিনি বলেন, সঠিক বাংলা ভাষা চর্চা না করে ফেইসবুক, ইউটিউব ও টিকটকের মাধ্যমে প্রকৃত বাংলা ভাষার বিকৃতি করা হচ্ছে। সন্তানদের বাংলা ছড়া, গল্প, কবিতা ও সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে মৌলিকভাবে প্রকৃত শিক্ষিত হওয়ার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্বজিৎ চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের সঠিক বার্তা আগামী প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার উপরও আলোকপাত করেন।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, একুশের চেতনাই হচ্ছে বাঙালি জাতি সত্তা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। বাঙালি জাতি একুশের চেতনা নিয়ে স্বাধীনতায়ুদ্ধে



উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তিনি দুঃখ করে বলেন, এই চেতনা হতে অনেকেই সরে এসেছে এবং এখনো আমরা যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে পারিনি। একুশের চেতনা কখনো ভুলুগ্ঠিত করা যাবে না, তরুণ এই প্রজন্মকে নিয়মিত শুদ্ধ বাংলা চর্চার মাধ্যমে একুশের ধারায় গড়ে তুলে, বাংলা ভাষাকে বিশ্বের বৃক্কে সমন্বিত করতে এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকৌশলী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন ও প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ., প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত ও প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এবং সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক বেদারুল আলম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া। সিনিয়র প্রকৌশলী নিখিল রঞ্জন দাশ, প্রকৌশলী তোফাজ্জল আহমেদ ও কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী প্রদীপ বড়ুয়া ও প্রকৌশলী রূপক বড়ুয়াসহ অনেকেই একুশের স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করেন।

এছাড়া দেশাত্মবোধক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির সদস্য-সচিব প্রকৌশলী অনুপম দত্ত এর গ্রন্থনায় এবং প্রকৌশলী অচিন্ত্য কুমার এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার এবং প্রতিযোগিতায় সকল অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরদের মাঝে উৎসাহ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

## Smart Villages Towards Smart Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪খ্রি. শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে Smart Villages Towards Smart Bangladesh শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় এই সেমিনারে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর

উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া।



অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে রুয়েট এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, স্মার্ট ভিলেজের অর্থ হলো গ্রামীন সম্পদ ব্যবহার করে এলাকার জনগণের স্মার্ট টেকনোলজির মাধ্যমে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা। তিনি এজন্য সুনির্দিষ্ট আটটি উপাদানের কথা উল্লেখ করে স্থানীয় স্বাস্থ্য, চাষাবাদ, শিক্ষা, পানিসম্পদ, জ্বালানী, নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থার পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে গ্রামগুলোকে স্মার্ট প্রযুক্তি নির্ভর করে তুলতে হবে, তবে দুর্যোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকলে কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, প্রযুক্তি ভিত্তিক স্মার্ট সমাজ তৈরী করার জন্য সকলকে স্মার্ট হতে হবে। সকল প্যারামিটার ঠিক রাখতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জিডিপি সাড়ে বার হাজার মার্কিন ডলার করা গেলে দেশের মুদ্রাস্ফিত শূণ্য শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.এ. রশীদ বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য এরই মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আগামী দুই মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা হবে। তিনি জানান, চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলায় সর্বপ্রথম স্মার্ট ভিলেজ তৈরীর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী খায়রুল মোস্তফা, নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, রাঙ্গামাটি এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আহমদ শফি, সিটি

কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ ও প্রকৌশলী শাহীন হোসেন, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী ইউসুফ শাহ সাজু, প্রকৌশলী এ এফ এম সাকিব আমান, বিশিষ্ট প্রকৌশলী গিয়াস ইবনে আলম, প্রকৌশলী জাহেদ হোসেন প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. মাস্টন উদ্দিন জুয়েল মূল প্রবন্ধকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যগণ এবং প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, মূল প্রবন্ধকার ও চুয়েটের প্রোভিসি নির্বাচিত হওয়ায় সেমিনার উপ-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামাল উদ্দিন আহমেদকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়।

## এএমআইই কোর্সের ৮৬ ও ৮৭তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমমান এএমআইই কোর্সের ৮৬ ও ৮৭তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ০২ মার্চ, ২০২৪ সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. শাহজাহান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ।

উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি প্রকৌশলী এম. শাহজাহান বলেন, বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত ও বুয়েটের তত্ত্বাবধানে এএমআইই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের মর্যাদাশীল একটি পেশাদারী ডিগ্রী। একত্রতার সহিত নিয়মিত পড়ালেখা করলে এএমআইই পাশ করা কঠিন নয়। তিনি নৈতিকতা, আদর্শবান ও সুনামগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার

সহিত দায়িত্ব পালন করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, অদম্য ইচ্ছা শক্তি থাকলে ও উদ্যোগী হলে অতি অল্প সময়ে এই ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব। বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ও কর্মস্পৃহা দ্বারা প্রকৌশল পেশায় দায়িত্ব পালন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শিক্ষার্থীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি কেন্দ্রের আধুনিক সুবিধা সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ব্যবহার করে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং পেশাদার রিসোর্স পার্সনদের সহায়তায় এএমআইই ডিগ্রী অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে এএমআইই পাঠক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী সুরত দাশ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সদস্য-সচিব প্রকৌশলী শেখ রাবেব তৌহিদুল ইসলাম, পিইঞ্জি. স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে চুয়েটের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল কবির চৌধুরী, প্রকৌশলী মৃদুল কান্তি দেব নাথ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইমরান ও মিসেস জান্নাতুল ফেরদৌস তালুকদার এতে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী বিপ্লব কুমার দাশ, প্রকৌশলী ধর্মদর্শী বড়ুয়া ও প্রকৌশলী রাজীব কুমার নাথ। শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন মীর নেওয়াজ শরিফ ও মো. শহিদুল আলম। সভার শুরুতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিল সদস্য ও প্রকৌশলীবৃন্দ, রিসোর্স পার্সন এবং ৮৬ ও ৮৭তম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য অত্যন্ত স্বল্প খরচে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী এবং এইচ এস সি (বিজ্ঞান) পাশ ও প্রকৌশলী সংস্থায় কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক ডিগ্রীর সমমানের এএমআইই ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পায়। চুয়েট ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠিত রিসোর্স পার্সনরা এতে পাঠদান করেন।

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭

মার্চ, ২০২৪খ্রি. রবিবার উদযাপন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কেন্দ্রের চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে আলোচনা, খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় জাতির পিতার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকালের উপর বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়।



আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ প্রেমে উদ্ভূত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ ছিল অপরিসীম। শিশুদের তিনিই খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর জন্মদিনে শিশুদের নিয়ে সময় কাটাতেন। তাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, সিনিয়র প্রকৌশলী তোফাজ্জল আহমেদ, প্রকৌশলী অশোক কুমার চৌধুরী এবং কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী প্রদীপ বড়ুয়া, প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, প্রকৌশলী খোরশেদ উদ্দিন আহমেদ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রকৌশলী শেখ রাব্বের তৌহিদুল ইসলাম, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী আবুল ফজল মোহাম্মদ সাকিব আমান, প্রকৌশলী সৈকত কান্তি দে, প্রকৌশলী কে এম রোকনুজ্জামান, প্রকৌশলী মোঃ মাস্টিন উদ্দিন জুয়েল, প্রকৌশলী এ এস এম রেজাউন নবী, প্রকৌশলী সাঈদ ইকবাল পারভেজ ও সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ খোরশেদ আলী চৌধুরীসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৪ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ, ২০২৪খ্রি. উদযাপন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কেন্দ্রের চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে কনফারেন্স হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।



আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. এ. রশীদ প্রথমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে, বাঙালি জাতি একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। ৩০ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্মেলের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার পর, বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করেছে। তবে, আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্যে, আমাদের সবাইকে একসাথে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আরো শক্তিশালী করে কাজ করতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী রশীদ আহমেদ চৌধুরী, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী



ইঞ্জিনিয়ার মো. রেজাউল করিম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী উজ্জ্বল কুমার মোহন্ত, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী এনামুল বাকী, প্রকৌশলী প্রদীপ কুমার দাশ, প্রকৌশলী মো. নূরুল আবছার, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী খোরশেদ উদ্দিন আহমেদ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রকৌশলী অসীম সেন, প্রকৌশলী সৈকত কান্তি দে, প্রকৌশলী কে এম রোকনুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. মাস্টিন উদ্দিন জুয়েল, প্রকৌশলী এ এস এম রেজাউন নবী, প্রকৌশলী সাঈদ ইকবাল পারভেজ, সিনিয়র প্রকৌশলী তোফাজ্জল আহমেদ, প্রকৌশলী অশোক কুমার চৌধুরী, প্রকৌশলী সরকার আবদুল্লাহ আজম, প্রকৌশলী রাজীব দাশগুপ্ত ও সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ খোরশেদ আলী চৌধুরীসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

## বরিশাল কেন্দ্র

### মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), বরিশাল কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪খ্রি. সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, সম্মানী সম্পাদক ও প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

## যশোর কেন্দ্র

### জাতির পিতার ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

১৭ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ফুল দিয়ে বিন্দু শ্রদ্ধা জানান যশোর আইইবি'র যশোর কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।



বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ফুল দিয়ে বিন্দু শ্রদ্ধা

### ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২৪ খ্রি. স্বাধীনতার ৫৩ বছর। ১৯৭১ সালের এ দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অত্মত্যাগ কনোদিন ভুল হবে না। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইইবি, যশোর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ সকাল ৯.৪৫ মিনিটে যশোর বিজয়স্তম্ভে ফুল দিয়ে বিন্দু শ্রদ্ধা জানান।



বিজয়স্তম্ভে ফুল দিয়ে বিন্দু শ্রদ্ধা

### আইইবি, যশোর কেন্দ্রের আর্থিক সহযোগিতায় এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরণ

১০ রমজান ১৪৪৫ হিজরি, ২১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় এবং দারুল উলুম জামিউল হুদা মাদ্রাসা ও এতিমখানা, খোলাডাঙ্গা, সদর, যশোরের ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি মো. ইসমাইল হোসেনের আয়োজনে এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

এতিমদের সাথে ইফতারিতে অংশগ্রহণ করেন আইইবি, যশোর কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, আইইবির ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এস. এম.

নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী মো. আহাদুজ্জামান মুধা প্রমুখ।



দোয়ারত অবস্থায় কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

দারুল উলুম জামিউল হুদা মাদরাসা ও এতিমখানার সম্মানিত সভাপতি মো. ইসমাইল হোসেনসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

## আইইবি'র যশোর কেন্দ্রের অর্থায়নে ইফতার বিতরণ

আইইবি, যশোর কেন্দ্রের অর্থায়নে এবং যশোর কালেক্টরেট মসজিদ বাজার কমিটির আয়োজনে যশোর কালেক্টরেট মসজিদের সম্মানিত মুসল্লিদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়। এতে প্রায় ২০০ জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।



দোয়ারত অবস্থায় কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

৭ রমজান ১৪৪৫ হিজরি, ১৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত এ ইফতার বিতরণে প্রকৌশলীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এস.এম নূরুল ইসলাম, স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য যথাক্রমে প্রকৌশলী মো. আহাদুজ্জামান মুধা, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী রিপন প্রমুখ।

## সাভার উপকেন্দ্র

### সাভার উপকেন্দ্রের দোয়া ও ইফতার মাহফিল আয়োজন

আইইবি সাভার উপকেন্দ্রের উদ্যোগে ০৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি., বুধবার সাভার উপকেন্দ্রের ডিওএইচএস অফিসে দোয়া

ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাভার উপকেন্দ্রের নির্বাহী কমিটি, কার্যনির্বাহী সদস্য, উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ, পৌরসভার প্রকৌশলীবৃন্দ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশলীবৃন্দসহ সাভারে বসবাসরত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানের একাংশ

দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রকৌশলীবৃন্দ পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সাভার উপকেন্দ্রকে আরো গতিশীল এবং সক্রিয় করতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।

## ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্র

### আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, এমপি'কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-০১ (দাউদকান্দি-তিতাস) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, এমপি মহোদয়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্রের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, সম্পাদকসহ বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।



শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের একাংশ

## তারাকান্দি উপকেন্দ্র

### মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), তারাকান্দি উপ-কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪খ্রি. সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, সম্মানী সম্পাদক ও প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ




ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি

প্রকৌশল বিষয়ক যেকোন লেখা ই-মেইলে

**[iebnews48@gmail.com](mailto:iebnews48@gmail.com)**

পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

  
প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু  
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি  
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

## আমরা যাঁদের হারিয়েছি

প্রকৌশলী শেখ ফজলুর রহমান  
০৬ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. কামরুল ইসলাম  
এফ/১৯১৪, ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এ. কে. এম. ফজলুল হক  
এফ/৩৩৭০, ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী আবদুস সালাম  
এম/২৬৪৫, ২২ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী আমিন উদ্দিন আহমেদ  
এফ/১০৫২, ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী অংচেন থৈ  
এফ/১১৪২৭, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী মফিজুল ইসলাম রাজ খান  
এফ/৯১৮৫, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

ড. প্রকৌশলী মো. আবদুল মান্নান মিয়া  
এফ/৭১০০, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী মো. জিয়াউর রহমান  
এফ/১৬৭৩, ০১ মার্চ ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী মো. শাহাদাত হোসেন (শেলী)  
এফ/৩০০০, ১৩ মার্চ ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী মো. আলী আকবর হায়দার  
এম/৪২৯৮, ২৭ মার্চ ২০২৪ খ্রি.

প্রকৌশলী মো. আবদুর রেজ্জাক  
এফ/৯৮২৮, ২৭ মার্চ ২০২৪ খ্রি.





# 61<sup>st</sup> Convention IEB

09 - 14 May 2024



## CONVENTION PROGRAM

Date	Time	Venue	Programme
09 May 2024 Thursday	10:00 - 19:00	Ground Floor IEB Bhaban	Registration Materials Distribution (Registered Members only)
	14:00 - 16:00		Student's Programme
	16:00 - 16:30	IEB HQ, Ramna, Dhaka	Inauguration of Exhibition
	16:30 - 17:00	IEB HQ, Ramna, Dhaka	Inauguration of Meena Bazar (Organized by IEB Mohila Committee)
	17:00 - 19:00	IEB Auditorium	Children's Programme (Organized by IEB Mohila Committee)
	17:00 - 18:30	ERC Conference Room (Main Building) IEB HQ	Shaheed Engineers Memorial Lecture
10 May 2024 Friday	10:00 - 21:00	Ground Floor IEB Bhaban	Registration Materials Distribution (Registered Members only)
	10:00 - 11:30	Council Hall, IEB	Central Council Meeting
	11:30 - 12:30	Council Hall, IEB	Press Conference
	12:30 - 14:00		Prayer & Lunch Break
	14:30 - 16:00	Seminar Room (Old Building) IEB HQ	Engr. M.A. Jabbar Memorial Lecture
	16:00 - 16:15		Prayer & Tea Break
	16:15 - 18:00	Seminar Room (Old Building) IEB HQ	Reception of Shaheed Engineers Family & Freedom Fighter Engineers
	18:00 - 18:15		Prayer & Tea Break
11 May 2024 Saturday	08:00 - 09:30	IEB Premises	Guests to take their seat
	10:00	IEB Premises	Arrival of Honorable Chief Guest
	10:00 - 11:10	IEB Premises	Inaugural Ceremony
	11:10 - 11:30	IEB Premises	Refreshment & Exchange of Greetings
	12:30 - 14:30		Prayer & Lunch Break
	14:30 - 16:00	Seminar Room (Old Building) IEB HQ	Dr. Engr. M.A. Rashid Memorial Lecture
	16:15 - 16:30		Prayer & Tea break
	16:30 - 18:00	Seminar Room (Old Building) IEB HQ	Dr. Jamilur Reza Choudhury Memorial Lecture
	18:00 - 18:15		Prayer & Tea break
	18:30 - 21:30	IEB Premises	Convention Night
12 May 2024 Sunday	09:30 - 10:30	Seminar Room (Old Building) IEB HQ	Inauguration of National Seminar
	10:30 - 13:15	IEB Auditorium	65 <sup>th</sup> Annual General Meeting
	13:15 - 14:15		Prayer & Lunch Break
	14:15 - 17:00	IEB Auditorium	65 <sup>th</sup> Annual General Meeting (Contd.)
	16:30 - 21:00	IEB Premises	Cultural Program (Organized by IEB Mohila Committee)
	17:00 - 17:30		Prayer & Tea break
	17:30 - 18:30	IEB Auditorium	65 <sup>th</sup> Annual General Meeting
	19:00 - 20:30		Reception for the Foreign Delegates & Dinner
13 May 2024 Monday	10:00 - 11:30	Council Hall, IEB	National Seminar : 1 <sup>st</sup> Session
	11:30 - 11:45		Tea Break
	11:45 - 13:15	Council Hall, IEB	National Seminar : 2 <sup>nd</sup> Session
	13:15 - 14:00		Prayer & Lunch Break
	14:00 - 15:15	Seminar Room (Old Building) IEB HQ	National Seminar : Concluding Session
	15:15 - 15:30		Tea Break
	15:30 - 17:00	IEB Premises	Closing Ceremony
	19:00 - 21:00	IEB Premises	Convention Dinner
14 May 2024 Tuesday	08:00 - 18:00		Tour Programme

Online Registration Link  
<https://convention.iebbd.org/>



ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)

The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০



# Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-223354144

E-mail: info@esc-bd.org, escb@esc-bd.org; web: www.esc-bd.org (for more detail)

Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects		
SI No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	21
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Fire Fighting System (FFS), Fire Detection System (FDS) & Fire Safety Assessment (FSA)	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	24
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	24
11	Training Course on IoT & Embedded System	30
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programming of PLC for Industrial Automation, Maintenance and Troubleshooting of PLC System	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (Latest Version)	24
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Training Course on Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	12
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	9
22	FIDIC Training on Construction and Design-build (WB, ADB & JICA editions) and EPCT Contract	12

Training on Computer and IT Related Subjects		
SI No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance & Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	Tekly Software for Civil Engineers	40
6	AutoCAD (2D) & (3D)	40+24
7	3D Studio MAX + Photoshop	70
8	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
9	Photoshop+Illustrator	36
10	REVID Architecture	63
11	Computer Ethical Hacking	40
12	Forensic Investigation of Computer Hacking	50
13	Geographic Information System (GIS)	48
14	Website Design and Development (Module-A)	60